ইউনিট-১ **অধিবেশন-১**

আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা হয়তো জানেন ভাষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'ভাষ্' ধাতু থেকে যার অর্থ কথা বলা। ভাষার সাহায্যেই মানুষ তার চিন্তা, ধ্যান ধারণা, মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে 'ভাষা হচ্ছে মানুষের এমন এক অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য (Differentia) যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।' মানুষ তার এ মহৎ বৈশিষ্ট্যটি হাজার হাজার বছরের ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করেছে। আধুনিক দৃষ্টিতে 'ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম'। কিন্তু এ যোগাযোগ সড়ক, নৌ, বিমান যোগাযোগ নয় -অথবা নিছক টেলিযোগাযোগের মত কিছু নয়। ভাষা হচ্ছে মানুষে-মানুষে কথার ও ভাবের যোগাযোগ; তা আবার ধ্বনি, ইঙ্গিত বা লিপির মাধ্যমে হতে পারে।

মানুষের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তার যদি কোন অর্থ প্রকাশ হয় তবে তা ভাষার মর্যাদা লাভ করে। [বাগ্‌যন্ত্র বা কথাবলার যন্ত্র বলতে যা বোঝায় এবং কথা বলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র পাওয়া যাবে।] ধ্বনি মিলে হয় শব্দ। শব্দের থাকে অর্থ। এভাবে মানুষ মনের ভাবের যথাযথ প্রকাশ ঘটায় শব্দের মাধ্যমে।

ভাষাবিজ্ঞানীগণ, যেমন- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড.সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, ড.মুহম্মদ এনামূল হক প্রমুখ প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকগণ বিভিন্নভাবে ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁরা যা বলেছেন তার মূল বা সার কথা হলো : 'মানুষ যেভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা'।

এ অধিবেশনে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১: আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব

বাংলা ভাষা একটি ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধশালী ভাষা। হাজার বছরের চর্চার ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষা আজকের পর্যায়ে এসেছে। শত শত কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিকের অবদানে বাংলা ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে কবিতা রচনায়। অন্ত্য মধ্যযুগে চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজও লেখা হয়েছে বাংলা ভাষায়, আর উনিশ শতকে এসে বাংলা ভাষা সকল বিষয়ে প্রকাশের যোগ্য বাহন হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে ধর্মীয় তর্ক বিতর্কের বই, সংবাদপত্র, ইতিহাস গ্রন্থ, বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব। তারপর দীর্ঘ দুইশত বৎসরের চর্চায় আজ বাংলা ভাষা শিক্ষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা চর্চার উপযোগী হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা নীচের চিত্রে বাংলা ভাষার উপযোগিতা হিসেবে ব্যবহারের কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম লিখি -

পর্ব-২ : বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাংলা ভাষার ধ্বনিসমূহ বৈজ্ঞানিকভাবে সুবিন্যস্থ। এর আছে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনি। উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণের রীতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহকে আবার বিন্যস্ত করা হয়েছে। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ৫টি বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনিমালা নিম্নোক্তভাবে সজ্জিত -

জিহবামূলীয় বা কণ্ঠ্য	ক খ গ ঘ ঙ	-	ক বর্গ
পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বা তালব্য	চ ছ জ ঝ ঙ	-	চ বর্গ
মূর্ধন্য	ট ঠ ড ঢ ণ	-	ট বর্গ
দন্ত্য	ত থ দ ধ ন	-	ত বর্গ
ওষ্ঠ্য	প ফ ব ভ ম	-	প বর্গ

৫টি বর্গে বিভক্ত/বিন্যস্ত প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি অল্পপ্রাণ (উচ্চারণে মুখ থেকে বাতাস কম জোরে বের হয়), দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ (বাতাস বেশি জোরে বের হয়)। আবার ৩য় ও ৪র্থ ধ্বনি ঘোষ (উচ্চারণে গলার স্বরতন্ত্রী বেশি কাঁপে) -- ফলে ৪র্থ ধ্বনিটি মহাপ্রাণ এবং ঘোষ। প্রতিটি বর্গের শেষ ধ্বনিটি নাসিক্য। বাংলা ভাষার রয়েছে মৌলিক ও সাধিত শব্দ। সাধিত শব্দ প্রধানত চারটি উপায়ে গঠিত হয়- (১) সন্ধির সাহায্যে, (২) সমাসের সাহায্যে, (৩) উপসর্গ যোগে, (৪) প্রত্যয় যোগে।

বাংলা ভাষার বাক্যের রয়েছে দুটি রীতি-- সাধুরীতি ও চলিত রীতি।

তাহলে আসুন বন্ধুরা এবার আমরা নিম্নলিখিত বর্ণগুলোর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের চেষ্টা করি -

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	ঘোষ / অঘোষ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
ত				
ঝ				
ক				
চ				
ফ				

পর্ব-৩ : আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থান

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাজন অনুযায়ী আধুনিক যুগের সূচনা ১৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে। এ সময়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বাংলা গদ্যের বিকাশ। মধ্যযুগে দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্য সীমিত আকারে ব্যবহৃত হলেও এ সময় থেকে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হয়। ফলে আধুনিক চিন্তা ভাবনার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষা ক্রমেই অধিকতর উপযোগী হয়ে ওঠে। আধুনিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার উপযোগিতা তৈরি রয়েছে। ভাষার ধ্বনি-পদ্ধতির উৎকর্ষ, শব্দসম্ভার, বাক্য ব্যবহারে প্রকাশের উপযোগিতা এবং ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিচারে বাংলা এখন পৃথিবীর ৪র্থ (মতান্তরে ৫ম) ভাষা। পৃথিবীর ২৫ কোটিরও অধিক লোকের মাতৃভাষা বাংলা। তারা দৈনন্দিন সকল প্রয়োজনে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করছেন। জাতিসংঘের শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ভারতবর্ষের বাইরে বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে অন্যতম ভাষা বাংলা; এবং আফ্রিকার সিয়েরালিয়নের মত দেশে বাংলা এখন দ্বিতীয় ভাষা। ফলে বাংলা ভাষার গুরুত্ব আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথার্থই স্বীকৃত।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-১**

মূল শিখনীয় বিষয়

আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলে। কথাই মানুষের ভাষা। মানুষের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তার যদি কোন অর্থ প্রকাশ হয় তবে তা ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ধ্বনি মিলে হয় শব্দ। শব্দের থাকে অর্থ। এভাবে মানুষ মনের ভাবের যথাযথ প্রকাশ ঘটায় শব্দের মাধ্যমে।

ভাষার প্রচলিত সংজ্ঞা ঃ বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থ-বোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে প্রচলিত ভাবে ভাষা বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই ধারায় ভাষাবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন - ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যা বলেছেন তার মূল কথাটি হলো : 'মানব জাতি যে মাধ্যম দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা'। মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনোও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।

জাতি বা সমাজের সকল সভ্যের বোধগম্য বাক্যসমূহের সমষ্টিকে সেই জাতির ভাষা বললে ভাষাবিদগণের নানাভাবে দেয়া ভাষার সংজ্ঞা থেকে বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-

- 'কণ্ঠনিসৃত অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ ও আদান প্রদানের স্বাভাবিক মাধ্যমের নাম ভাষা।'
- 'ভাষা মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন এমন শব্দ সমষ্টি যা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোন জন সমাজে ব্যবহৃত।'
- 'ভাষা বলতে আমরা বুঝি ছোট বা বড় একটি জনসমষ্টির ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম বা মৌখিক যোগাযোগের বাহনকে।'
- 'মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।'
- 'মানুষের উচ্চারিত, নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত ধ্বনির সমিষ্টই হচ্ছে ভাষা।'

ভাষার বৈশিষ্ট্য

ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার নির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। ভাষার সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয়, তা হচ্ছে -

ক. ভাষা কণ্ঠনি:সৃত ধ্বনির সাহায্যে গঠিত।

খ. ভাষার অর্থদ্যোতকতা বিদ্যমান।

গ. ভাষা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত।

ভাষার বৈশিষ্ট্য এভাবে নির্ধারণ করা যায় :

ক. ভাষা হবে মনোভাব প্রকাশক, অর্থাৎ পরস্পর ভাব-বিনিময়ের একটি মাধ্যম।

খ. ধ্বনিসহযোগে ভাষা বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হবে।

গ. ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ থাকতে হবে।

ঘ. বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত হতে হবে।

ঙ. অর্থবোধক ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হতে হবে।

অর্থবহতা ভাষার প্রধান গুণ। মুখ দিয়ে ভাষা হিসেবে যে ধ্বনি বের হবে তার অর্থ থাকতে হবে এবং তা হবে মনের ভাব প্রকাশের বাহন। এই ভাষা অন্যের কাছে বোধগম্য হতে হবে। এ কারণে পশু পাখির কথা ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাংলা ভাষার ধ্বনিসমূহ বৈজ্ঞানিকভাবে সুবিন্যস্ত। এর যে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে তার সম্মিলনে সুকোমল আবার কার্য-উপযোগী ভাষা প্রকাশ সম্ভব। এর মাধ্যমে সুউচ্চ মানের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। উচ্চারণস্থান ও রীতি অনুসারে বাংলার ধ্বনিসমূহ সংস্থান করতে পারে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার ধ্বনিমালাকে। আবার যে কোনো ভাষার শব্দ বা প্রকাশকে বাংলা সহজেই আত্মস্থ করতে পারে। এর শব্দভাণ্ডার বহু-উৎস থেকে গ্রহণের মাধ্যমে হয়েছে ঋদ্ধ। বাংলা ভাষার রয়েছে মৌলিক ও সাধিত শব্দ। সাধিত শব্দ প্রধানত চারটি উপায়ে গঠিত হয় - (১) সন্ধির সাহায্যে, (২) সমাসের সাহায্যে, (৩) উপসর্গ যোগে, (৪) প্রত্যয় যোগে।

বাংলার বাক্য-সংগঠন হলো প্রাথমিকভাবে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এবং বাক্যের শব্দ বা উপাদানের সামগ্রিক অর্থ সম্পন্ন হয় বিভক্তি সহযোগে।

বাংলা গদ্য ভাষার রয়েছে দ্বৈত রীতি – সাধুরীতি ও চলিত রীতি। পৃথিবীর মাত্র ৩টি ভাষায় রয়েছে এমন দ্বি-রীতি (diglossia)।

মাতৃভাষার গুরুত্ব

মাতৃভাষা মানুষের সহজাত বিকাশের ভাষা, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না প্রকাশের একান্ত আপনার ভাষা। এ ভাষা শুদ্ধ করে বলতে পরিশ্রম করতে হয় না। শিশুরা অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে অতি সহজে মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে পারে। মাতৃভাষা আদি ও অকৃত্রিম ভাব বিনিময়ের ভাষা, ব্যক্তি মনের একান্ত উপলব্ধি অনুভূতির ভাষা।

মাতৃভাষায় মেধা সক্রিয় হয় এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। মাতৃভাষাই ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে সহায়তা করে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্য ভাষা শিখতে হয় কিন্তু যতক্ষণ না একটি শিশু তার নিজের ভাষা শুদ্ধ করে বলতে এবং লিখতে পারবে ততক্ষণ তার পক্ষে অন্য একটি ভাষার শুদ্ধ এবং ব্যাপক অনুশীলন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে অন্যান্য ভাষা শুদ্ধরূপে শিক্ষা করা সম্ভব হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল মন ও মেধা নিয়ে তারা বড় হতে থাকে। শুদ্ধ এবং সঠিক মাতৃভাষার শিক্ষা অপরিহার্য।

প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার জ্ঞান অপরিহার্য। শিশুর শুদ্ধ মৌলিক ভাষা জ্ঞান তার চিন্তাকে সুষ্ঠুরূপে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মাতৃভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। জ্ঞানের মৌলিক দক্ষতা ও কুশলতা অর্জিত হয় মাতৃভাষায়। শিশু শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি, বিচার শক্তি, কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সাধিত হয় মাতৃভাষায়। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষের ভাষাশক্তি এবং চিন্তাশক্তি একে অপরকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। ভাষাই সাহায্য করেছে মানুষের উন্নত চিন্তাশক্তির প্রকাশকে।

এছাড়াও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বংশগত ঐতিহ্যকে ধারণ ও বহন করে মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। মানুষের মৌল শিক্ষার এবং জ্ঞানের ভিত্তি হলো মাতৃভাষা। মাতৃভাষার ভিত্তি সুদৃঢ় হলেই অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পথ সুগম হয়।

ব্যক্তি চরিত্র ও জাতীয় চরিত্র গঠনে মাতৃভাষা অনন্য ভূমিকা পালন করে। শিশুর ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষা ব্যতীত জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক অগ্রগতি সাধিত হতে পারে না। এ বিশ্বের যত চিন্তা ধ্যান-ধারণা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে, ঘটেছে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, মাতৃভাষার মাধ্যমেই তার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

সুযোগ্য নাগরিক হতে হলে মাতৃভাষা জানা অপরিহার্য। মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা পরমত সহিষ্ণুতা, বন্ধুপ্রীতি, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মানব কল্যাণের মত সৎ গুণাবলী অর্জনে সমর্থ হয়। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে যে প্রভাব বিস্তার করে অন্য কোনো ভাষায় রচিত সাহিত্যে তা সম্ভব নয়। এতে এক দিকে শিশুদের সৌন্দর্য-পিপাসার নিবৃত্তি ঘটে, অপরদিকে তেমনি নীতিবোধেরও উন্নতি সাধিত হয়।

আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব

বাংলা ভাষা একটি ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধশালী ভাষা। হাজার বছরের চর্চার ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষা আজকের পর্যায়ে এসেছে। শত শত কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিকের অবদানে বাংলা ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে কবিতা রচনায়। অন্ত মধ্যযুগে চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজও লেখা হয়েছে বাংলা ভাষায় আর ঊনিশ শতকে এসে বাংলা ভাষা সকল বিষয়ে প্রকাশের যোগ্য বাহন হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে ধর্মীয় তর্ক বিতর্কের বই, সংবাদপত্র, ইতিহাস গ্রন্থ, বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব। তারপর দীর্ঘ দুইশত বৎসরের চর্চায় আজ বাংলা ভাষা শিক্ষার জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা চর্চার উপযোগী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর ২৫ কোটিরও অধিক লোকের মাতৃভাষা বাংলা। তারা দৈনন্দিন সকল প্রয়োজনে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করছেন। জাতিসংঘের শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফলে বাংলা ভাষার গুরুত্ব আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথার্থই স্বীকৃত।

আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থান

বাঙালি যে ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম বাংলা ভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীরা প্রথম ভারতীয় আর্য ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে বলে প্রাক-আর্যযুগের অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়। তবে সেসব ভাষার শব্দভাণ্ডার বাংলা ভাষায় রয়েছে। অনার্যদের তাড়িয়ে আর্যরা এদেশে বসবাস শুরু করলে আর্যদের আর্য ভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে গণনা করা হয়। এ যুগের প্রথম থেকেই গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষাও গদ্যরীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে কথ্য ভাষা রীতিটি সাহিত্যে স্থান গ্রহণ করে এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কথ্য বা চলিত ভাষা সাধুভাষার পাশাপাশি চলতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে সাহিত্যে সাধুরীতির চেয়ে কথ্য রীতির প্রাধান্য বেশী লক্ষ্য করা যায় এবং এই আধুনিক বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান এ দেশে প্রচারিত হচ্ছে।

ফলে আধুনিক চিন্তা ভাবনার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষা ক্রমেই অধিকতর উপযোগী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বাংলা এখন রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারে নিজের যথোপযুক্ততা প্রমাণ করছে এবং প্রয়োজনে বাইরের প্রভাবে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলছে।

আধুনিক বাংলা ভাষা যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে এখনও সম্প্রসারমান। ছাপাখানা ভাষাকে স্থায়ী রূপদান করলেও তার পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে, বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে ইসলামী ও সংস্কৃত প্রভাব, ক্রিয়া পদ ও সর্বনামে পুরানো বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত বাক্যবিন্যাস ও সমাস সন্ধির গুরুভার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ভাষায় স্থান লাভ করেছে কলকাতা কেন্দ্রিক চলিতরীতি, এখনও ভাষায় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার পরিবর্তন চলছে। সমকালীন জীবন চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দাবলি ভাষায় স্থান করে নিচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের নিজস্ব

পরিসরে স্বীয় ভাষা প্রয়োগ রীতি অনুপ্রবেশ করে এখনকার বাংলা ভাষাকে ক্রমেই সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য দান করছে।

বাংলা ভাষা পৃথিবীর প্রায় পচিশ কোটি মানুষের মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। পৃথিবীর কয়েক হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান ৪র্থ (মতান্তরে ৫ম)।

মূল্যায়নঃ

১. ভাষা কী? এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনীষীর সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

২. বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

৩. আধুনিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও অবস্থান বর্ণনা করুন।

৪. কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাকে আধুনিক ভাষা বলা যায় লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

পর্ব-২

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	ঘোষ / অঘোষ	অল্পপ্রাণ / মহাপ্রাণ
ত	দন্ত্য	অঘোষ	অল্পপ্রাণ
ঝ	তালব্য	ঘোষ	মহাপ্রাণ
ক	জিহবামূলীয়	অঘোষ	অল্পপ্রাণ
চ	তালব্য	অঘোষ	অল্পপ্রাণ
ফ	ওষ্ঠ্য	ঘোষ	মহাপ্রাণ

ইউনিট-১ **অধিবেশন-২**

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা জানেন শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাষার মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থী শিক্ষা-উপকরণ হিসেবে যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করে তার ভাষাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শিক্ষায় যদি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপযোগী ও যথাযথ ভাষা ব্যবহৃত না হয় তাহলে শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এ যাবৎ শিক্ষাতত্ত্ববিদ ও মনীষীদের গবেষণায় প্রাপ্ত মতামত হিসেবে বলা হয় শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উত্তম। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। সুতরাং আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা ও করণীয় দিক সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব

মানুষের অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে রয়েছে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক। মানুষ তার স্বপ্ন, চিন্তা, কল্পনা ও নিজেকে প্রকাশ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে। যে নিজের চিন্তা, কল্পনা ও ভাবনাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে না, তার শিক্ষা অপূর্ণ। একমাত্র মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ সে শক্তি অর্জন করতে পারে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা সফলতা অর্জন করতে পারি। শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ, দ্রুততর, কার্যকর ও পরিপূর্ণ করতে হলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার অপরিহার্য।

শিক্ষাবিদরা যেমন শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা বলেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ বাঙালির শিক্ষায় বাংলার গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন -

"ছেলেবেলায় বাংলা পড়িয়াছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটা চালনা সম্ভব হইয়াছিল, শিক্ষা জিনিষটা যথাসম্ভব আহারের ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যের প্রথম কামড় দিবা মাত্রেই তার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়। পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে তাহাতে

জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হবার জো নাই। তার প্রথম কামড়েই দুটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপর সেটা যে রসে পাক করা খাদ্যবস্তু, তাহা বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া 'নাক চোখ দিয়া' অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে।"

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় তা নীচের খালিঘরগুলোতে লিখি -

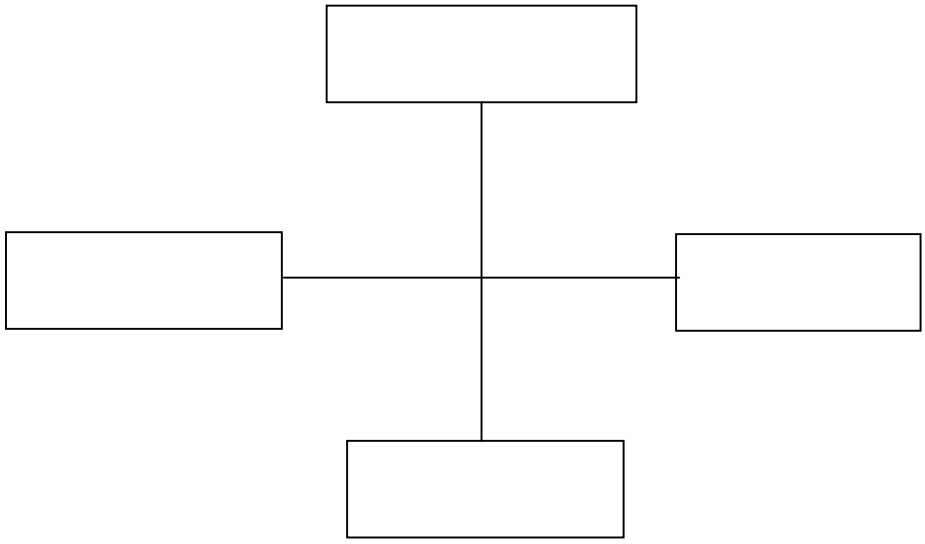

পর্ব-২ : শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

এ উপমহাদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একেক সময় একেক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আর্য যুগে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত, বৌদ্ধ যুগে পালি, মুসলিম শাসনামলে আরবি ফারসি এবং ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইংরেজি।

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাডাম বাংলা সকলের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহারের সুপারিশ করেন। কিন্তু ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মেকলের মতামত অনুযায়ী লর্ড বেন্টিঙ্ক ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে স্যাডলার কমিশনে মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ সালে প্রথম বাংলা ভাষার প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের সংবিধানে ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সংবিধানের এ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষার মাধ্যমও বাংলা।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা বিভিন্ন শাসনামলে কোন কোন ভাষা এ অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল তা নির্ণয়ের চেষ্টা করি -

যুগ / শাসনামল	শিক্ষার মাধ্যম
আর্য যুগ	
বৌদ্ধ যুগ	
মুসলিম	
ঔপনিবেশিক	
বাংলাদেশ	

পর্ব-৩ : শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা ও করণীয়

বিশ্বায়ন, পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি ও বাজারমুখি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার সীমিত হয়েছে আসছে। ফলে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ দক্ষতা সীমিত ও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে সংশিষ্টদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, আত্মসম্মান, মর্যাদাবোধ সর্বোপরি মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসাকে জাগ্রত করা। পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক বাংলায় অনুবাদ করা ও বাংলা ভাষার ব্যবহার যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করা।

এবার আসুন শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায়গুলো নিম্নের ছকে সাজাই -

ইউনিট-১ **অধিবেশন-২**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা

- মানুষের অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে রয়েছে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক। মানুষ তার স্বপ্ন, চিন্তা, কল্পনা ও নিজেকে প্রকাশ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে। যে নিজের চিন্তা, কল্পনা ও ভাবনাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে না, তার শিক্ষা অপূর্ণ। একমাত্র মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ সে শক্তি অর্জন করতে পারে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা সফলতা অর্জন করতে পারি। শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ, দ্রুততর, কার্যকর ও পরিপূর্ণ করতে হলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার অপরিহার্য।

- শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এ অঞ্চলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আর্যযুগে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত, বৌদ্ধ শাসনামলে পালি, মুসলিম আমলে আরবি ফারসি এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজি। বাংলা অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার সুপারিশ করেন অ্যাডাম। পরবর্তীতে স্যাডলার কমিশনেও এ সুপারিশ রাখা হয়। ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বাংলায় প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যম হয় বাংলা।

- বাংলাদেশের সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সংবিধানের এ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় জারিকৃত নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। এ কারণে ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা ও ধর্মীয় বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করেছে।

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রিপোর্ট ১৯৯৫ তে বাংলা অংশে বলা হয়েছে শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষার সঙ্গে যতটুকু পরিচিত হয়েছে, বাংলা ব্যবহারের যতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তাকে ক্রমশ পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিতে হবে। চিন্তা ও অনুভূতির বাহন হিসেবে, অন্তর্জগৎ ও বর্হিবিশ্বের যাবতীয় তথ্য প্রচারের মাধ্যম হিসেবে জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ ও প্রয়োজন সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে বাংলা ভাষার বিচিত্র প্রয়োগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সুষ্ঠু-শিষ্ট এবং শিল্পগুণ সমৃদ্ধ চলিতরীতিতে স্বচ্ছন্দভাবে বলতে, পড়তে এবং লিখতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

- মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে শিক্ষার নয়টি উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্য স্থির করে বলা হয়েছে এসব উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা।
- শিখনের মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে জানা থেকে অজানা এবং সহজ থেকে কঠিন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহারেরও এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমের বাংলা ভাষা হবে সহজ সরল ও জটিলতামুক্ত। শব্দের বা বাক্যের গঠনে জটিলতা পরিহার করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের বাংলায়ও যথাসম্ভব জটিলতা পরিহার করতে হবে। তারপর উচ্চতর স্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহারে পরিভাষা ও অন্যান্য জটিল দিক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার হবে উদ্দেশ্যমুখি, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল।
- বিশ্বায়ন, পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি ও বাজারমুখি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার সীমিত হয়েছে আসছে। ফলে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ দক্ষতা সীমিত ও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে সংশিষ্টদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, আত্মসম্মান, মর্যাদাবোধ সর্বোপরি মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসাকে জাগ্রত করা। পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক বাংলায় অনুবাদ করা ও বাংলা ভাষার ব্যবহার যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করা।

মূল্যায়নঃ

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করুন।

৩. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রচলনের বর্তমান অসুবিধাগুলো বর্ণনা করে এর প্রতিকারের উপায়সমূহ লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-১

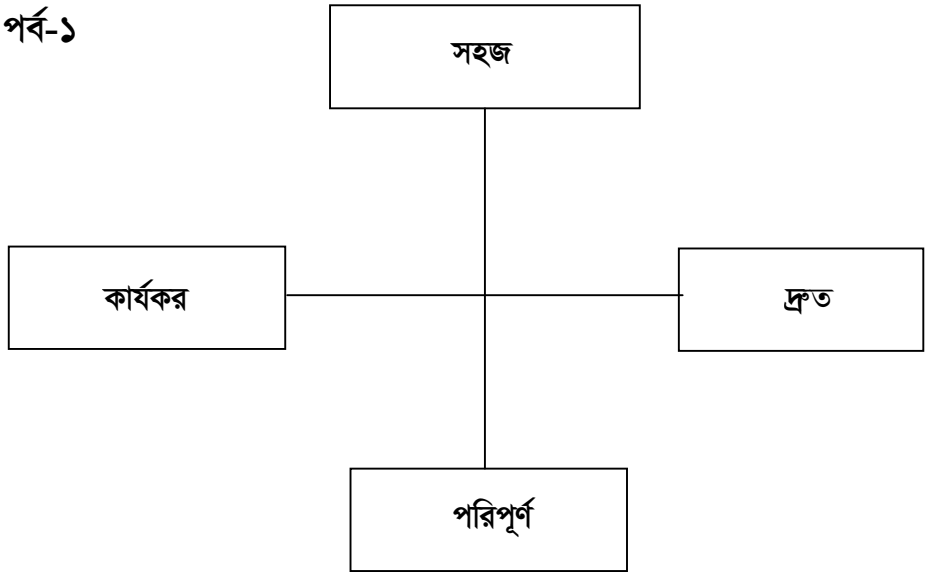

পর্ব-২

যুগ / শাসনামল	শিক্ষার মাধ্যম
আর্য যুগ	সংস্কৃত
বৌদ্ধ যুগ	পালি
মুসলিম	আরবি / ফারসী
ঔপনিবেশিক	ইংরেজী
বাংলাদেশ	বাংলা

পর্ব-৩

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৩**

নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর (৬ষ্ঠ-৮ম) বাংলা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি : উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

একটি স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখাকে সেই স্তরের শিক্ষাক্রম বলা হয়। শিক্ষাক্রমের বিশেষ বিষয়ের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকাকে পাঠ্যসূচি বলা হয়।

বাংলা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচির আলোচনায় প্রথমেই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে যা বলা হয়েছে তা হলো-নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বিচিত্রমুখী শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের মধ্যে মাতৃভাষা শিক্ষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি প্রক্রিয়ায় মাতৃভাষার সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। এই স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে যতটুকু পরিচিত হয়েছে, মাতৃভাষার ব্যবহারে যতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তাকে ক্রমশ পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিতে হবে। চিন্তা ও অনুভূতির বাহন হিসেবে, অন্তর্জগৎ ও বহির্বিশ্বের যাবতীয় তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে, জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ ও প্রয়োজন সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ভাষার বহু বিচিত্র প্রয়োগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে নিজে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাতৃভাষার শিষ্ট, সুষ্ঠু এবং শিল্পগুণ সমৃদ্ধ চলিত রীতিতে স্বচ্ছন্দ ভাবে বলতে পড়তে এবং লিখতে সক্ষম হয়ে উঠবে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভাষার শিল্প সম্মত ও সৃজনশীল প্রয়োগে উৎসাহিত হবে এবং সাহিত্যের সংস্পর্শে একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল মূল্যবোধ অর্জন করে সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে তার যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠদানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর যথার্থতা নিরূপন করতে পারবেন।
- পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্য লিখতে/উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ
পর্ব-১: নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠদানের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তর থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে মাতৃভাষার পাঠ গ্রহণ করে। ফলে তারা ভাষার ব্যবহারিক কুশলতা অর্জন করেছে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তাদের ভাষা জ্ঞান অধিকতর শাণিত ও সম্প্রসারিত হবে। ভাষার শিল্পগুণ সম্পর্কে তারা অধিকতর সচেতন হবে। শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ চলিত রীতিতে স্বাধীনভাবে বলা, পড়া ও লেখার অনুশীলনে আরও যত্নবান হবে। সর্বোপরি মাতৃভাষা বাংলা সর্বস্তরে ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করবে। ভাষার অর্ন্তনিহিত শক্তি ও নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করবে।

আসুন আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি-

১. মাতৃভাষার আনুষ্ঠানিক পাঠ কখন শুরু হয়?	
২. শিক্ষার কোন স্তরে শিক্ষার্থীদের ভাষার শিল্পগুণ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে?	
৩. নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রের সক্ষমতা অর্জন করবে?	
৪. নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ভাষা শিক্ষার ৩টি উদ্দেশ্য লিখুন।	

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বাংলার নবায়নকৃত ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো স্থির করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

ক. শিক্ষার্থীর জ্ঞানাত্মক ও হৃদবৃত্তিক বিকাশ এবং কল্পনাশক্তির লালন।

খ. সৃজনশীলতার উদ্বোধন।

গ. মাতৃভাষা বাংলা সর্বস্তরে ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন।

ঘ. ভাষা ব্যবহার অধিকতর কর্মমুখীকরণ অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে ভাষার প্রায়োগিক উদ্দেশ্য সাধন।

ঙ. যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন।

চ. বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদবৃত্তিক মনোভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষাগত দক্ষতা অর্জন।

ছ. অধিক পাঠের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি।

জ. সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য সংবাদপত্র পাঠের আগ্রহ সৃজন।

ঝ. ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন।

ঞ. প্রমিত বানান এবং উচ্চারণের দক্ষতা অর্জন।

ট. শিক্ষার পাশাপাশি শিষ্টাচার ও সৌজন্যের ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন।

ঠ. শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিতে উৎসাহ সঞ্চার।

ড. মৌখিক ও লিখিত প্রকাশ ভঙ্গির মানোন্নয়ন।

ঢ. চলিত রীতিতে ভাষা প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন।

ণ. যথোচিতভাবে এবং দ্রুতগতিতে সরব ও নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন।

ত. পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন ও রস গ্রহণ।

দ. সুষ্ঠু বাক্য-বিন্যাসের ক্ষমতা অর্জন।

ধ. নির্ভুল পরিচ্ছন্ন ও দ্রুত লেখার কুশলতা অর্জন।

ন. ভাষার বিভিন্ন উপাদান, যথা- শব্দ, বিরাম চিহ্ন, অনুচ্ছেদ, ছন্দ ইত্যাদি। ব্যবহারের যথাযথ যোগ্যতা অর্জন।

প. পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন।

পর্ব-২: ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর যথার্থতা নিরূপণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মাতৃভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ ও জাতির ঐতিহ্যগত পরিচয় মাতৃভাষায় বিধৃত। নিজ দেশের মানুষ, প্রকৃতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই স্তরে সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যে ভরপুর। শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিকাশে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টিতে পাঠ্য বিষয়বস্তু সমূহ অনন্য ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার লক্ষ্য দেশের জন্য সুনাগরিক তৈরি করা। যে সমস্ত ভাববস্তুর সংমিশ্রণে তা সম্ভব তার প্রতিটি উপাদান বিষয়বস্তুতে নির্ধারণ করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, শিল্পবোধ, রুচিবোধ, পরমত সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ নিচে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বাংলা শিক্ষাক্রমের ভাববস্তু এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। আসুন এদের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে খাতায় নতুন করে সাজিয়ে লিখি-

৬ষ্ঠ শ্রেণী		৭ম শ্রেণী		৮ম শ্রেণী	
ভাববস্তু	বিষয়বস্তু (গদ্য)	ভাববস্তু	বিষয়বস্তু (গদ্য)	ভাববস্তু	বিষয়বস্তু (কবিতা)
১. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ ২. ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪. ভাষা ও সাহিত্য ৫. নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনা ৬. সমাজ ও মূল্যবোধ ৭. দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ ৮. সমাজ ও জাতির উন্নয়নে নারী ৯. বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সংস্কৃতি ১০. প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ ১১. উদ্ভিদ জগৎ ১২. শ্রমের মর্যাদা ১৩. মহৎ জীবনী ১৪. রহস্য জগৎ ১৫. সভ্যতার ক্রমবিকাশ ১৬. মানব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৭. দুঃসাহসিক অভিযান ১৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষ ১৯. দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ২০. জন সংখ্যা পরিস্থিতি ২১. স্বাস্থ্যরক্ষা ২২. নাটিকা/নাট্যাংশ ২৩. রসাত্মক গল্প	• আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ • সততার পুরস্কার • রক্তেলেখা মুক্তিযুদ্ধ • নতুনদা • মাদার তেরেসা- • সাগর জলের নানা প্রাণী • নীলনদ আর পিরামিডের দেশ- • একসূত্রে • জানা-অজানার সুন্দরবন • মহাকবি আলাওল • পাখিদের নিয়ে • পায়ের নিচে এভারেস্ট • মহান বিজ্ঞানী জগদীশ • জীবনের জন্য • গ্যাব্রোভোবাসীর রসরসিকতা • ইলেকট্রনিকস্-এর জাদুর ছোঁয়ায়	৬ষ্ঠ শ্রেণীর অনুরূপ	• রূপসী বাংলাদেশ • মরু-ভাস্কর • সময়ের হৃৎপিন্ড • শারীরিক পরিশ্রম • লন্ডনের জাদুঘরে • ইনসানিয়াত • লাইব্রেরী • ভাঙা কুলা • সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় • মুকুট • মহাবন আমাজান • ডাক-হরকরা • কলে গড়া নকল মানুষ • আকাশ জয়ের কাহিনী • হাতে নিয়ে আলোক বর্তিকা • একটি অনন্য পুরাকীর্তি	৬ষ্ঠ শ্রেণীর অনুরূপ	• প্রার্থনা • দুরন্ত আশা • অভিযান • খাঁটি সোনা • রূপাই • আনন্দ • বাবুরের মহত্ত্ব • তরু • নওল কিশোর • ধানের কবিতা • পন্ডশ্রম • একুশের কবিতা • আবার আসিব ফিরে • নিমন্ত্রণ

পর্ব-৩ : পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ, নৈপূণ্য, অর্জিত জ্ঞান বা সাফল্য যাচাইয়ের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াই হল পরীক্ষা। যে উদ্দেশ্য বা আদর্শকে সামনে রেখে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠদানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে তা মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষার জন্য যে ধরনের প্রশ্নপত্র ব্যবহৃত হয় বাংলার ক্ষেত্রে তার কিছুটা ভিন্নতা লক্ষণীয়। কারণ প্রশ্নপত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলার ক্ষেত্রে আরও যুক্ত হয় সাহিত্যবোধ, ভাষাবোধ, ভাবাবেগ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লক্ষ্য করুন নিচের শব্দগুলো নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অর্জন যাচাইয়ের উপযোগী প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক। আসুন এ বিষয়ে চিন্তা করে শব্দগুলো দিয়ে বিষয়বস্তুগত বাক্য তৈরি করি।

ক্রম.	শব্দ	বাক্য
১	অর্জন	
২	উপলব্ধি	
৩	সাহিত্যবোধ	
৪	ভাষাবোধ	
৫	কর্মকুশলতা	
৬	প্রায়োগিক দক্ষতা	
৭	ভাবাবেগ	
৮	প্রবণতা	
৯	বুদ্ধিমত্তা	
১০	মূল্যবোধ	
১১	সৃজনশীলতা	
১২	বৈচিত্র্য	

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ-৮ম) বাংলা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি : উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বিচিত্রমুখী শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের মধ্যে মাতৃভাষা শিক্ষা একটি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। কারণ, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার প্রায় প্রতিটি এলাকা এবং প্রতিটি প্রক্রিয়া মাতৃভাষার সম্যক জ্ঞান ও যথোচিত ব্যুৎপত্তি অর্জনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেসব দিক বিবেচনা করেই শিক্ষাক্রমে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠদানের নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ নির্বাচিত হয়েছে।

- শিক্ষার্থীর জ্ঞানাত্মক ও হৃদবৃত্তিক বিকাশ এবং কল্পনাশক্তির লালন।
- সৃষ্টিশীলতার উদ্বোধন।
- মাতৃভাষা বাংলা সর্বস্তরে ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন।
- ভাষা ব্যবহার অধিকতর কর্মমুখীকরণ অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে ভাষার প্রায়োগিক উদ্দেশ্য সাধন।
- যোগাযোগ-মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন।
- বুদ্ধিবৃত্তিক ও হৃদবৃত্তিক মনোভাব প্রকাশের জন্য উপরিউক্ত ভাষাগত দক্ষতা অর্জন।
- অধিক পাঠের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি।
- সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য সংবাদপত্র পাঠের আগ্রহ সৃজন।
- ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন।
- প্রমিত বানান এবং উচ্চারণে দক্ষতা অর্জন।
- শিষ্টাচার শিক্ষার পাশাপাশি শিষ্টাচার ও সৌজন্যের ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন।
- শব্দভান্ডার বৃদ্ধিতে উৎসাহ সঞ্চার।
- মৌখিক ও লিখিত প্রকাশভঙ্গির মানোন্নয়ন।
- চলিত রীতিতে ভাষা প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন।
- যথোচিতভাবে এবং দ্রুতগতিতে সরব ও নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন।
- পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন ও রস গ্রহণ।
- পঠিত বিষয়ের অন্তর্নিহিত চিন্তা-প্রণালি ও অনুসন্ধান-পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুধাবন।
- সুষ্ঠু বাক্য বিন্যাসের ক্ষমতা অর্জন।
- নির্ভুল, পরিচ্ছন্ন ও দ্রুত লেখার কুশলতা অর্জন।

- ভাষার বিভিন্ন উপাদান যথা- শব্দ, বিরামচিহ্ন, অনুচ্ছেদ, ছন্দ ইত্যাদি ব্যবহারের যথাযথ যোগ্যতা অর্জন।
- পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন।

ভাববস্তুঃ সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন, ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের বিবেচনায় নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বাংলা শিক্ষাক্রমে নিম্নবর্ণিত ভাববস্তুসমূহ নির্ধারিত হয়েছে। মূল শিক্ষাক্রমে ভাববস্তুসমূহ শ্রেণীভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া থাকলেও এখানে সাদৃশ্যের বিবেচনায় সমন্বিতভাবে সন্নিবেশিত হল।

- বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ
- ইতিহাস ও ঐতিহ্য
- শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- ভাষা ও সাহিত্য
- নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনা
- সমাজ ও মূল্যবোধ
- দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ
- সমাজ ও জাতির উন্নয়নে নারী
- বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সংস্কৃতি
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ
- উদ্ভিদ জগৎ
- শ্রমের মর্যাদা
- মহৎ জীবনী
- রহস্য জগৎ
- সভ্যতার ক্রমবিকাশ
- মানব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- দুঃসাহসিক অভিযান
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষ
- দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
- জনসংখ্যা পরিস্থিতি
- স্বাস্থ্যরক্ষা
- নাটিকা/নাট্যাংশ
- রসাত্মক গল্প

বিষয়বস্তুঃ ভাববস্তুর আলোকে NCTB কর্তৃক নির্ধারিত নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ-

৬ষ্ঠ শ্রেণী		৭ম শ্রেণী		৮ম শ্রেণী	
গদ্য	কবিতা	গদ্য	কবিতা	গদ্য	কবিতা
• আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ • সততার পুরস্কার • রক্তেলেখা মুক্তিযুদ্ধ • নতুনদা • মাদার তেরেসা • সাগর জলের নানা প্রাণী • নীলনদ আরা পিরামিডের দেশ • একসূত্রে • জানা-অজানার সুন্দরবন • মহাকবি আলাওল • পাখিদের নিয়ে • পায়ের নিচে এভারেস্ট • মহান বিজ্ঞানী জগদীশ • জীবনের জন্য • গ্যাব্রোভোবাসীর রস-রসিকতা • ইলেকটপ্রনিকস-এর জাদুর ছোঁয়ায়	• জন্মেছি এই দেশে • পরিচয় • ওদের জন্য মমতা • বাংলা ভাষা • সুখ • সকাল • প্রিয় স্বাধীনতা • ঠিকানা • মৈত্রী • নোলক • জীবনের হিসাব • মানুষ জাতি • হে কিশোর, শোনো	• রূপসী বাংলাদেশ • মরু ভাস্কর • সময়ের হৃৎপিন্ড • শারীরিক পরিশ্রম • লন্ডনের জাদুঘরে • ইনসানিয়াত • লাইব্রেরি • ভাঙ্গা কুলা • সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় • মুকুট • মহাবন আমাজান • ডাক-হরকরা • কলে গড়া নকল মানুষ • আকাশ জয়ের কাহিনী • হাতে নিয়ে আলোক বর্তিকা • একটি অনন্য পুরাকীর্তি	• জন্মভূমি • প্রতিদান • আমরা কিশোর • কুলি-মজুর • আনন্দ • স্মৃতিসৌধ • রসাল ও স্বর্ণলতিকা • সন্ধ্যা • বৃষ্টি • একটি পাখি • ছিন্ন মুকুল • আমার এ দেশ • মানুষের সেবা • মানা • নন্দলাল • ভালবাসার জয়	• বাংলা ভাষার জন্মকথা • আমাদের লোকশিল্প • মহত্ত্বের শক্তি • সুন্দর ব্যবহার • রাজা • তারার দেশের হাতছানি • কম্পিউটারের কথা • ফুলের মেলা • ভাষা ও শিক্ষা • জোঁক • আলো চাই • জীবন ও কাজ • রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ • স্বাধীনতার পথে স্মরণীয় যাঁরা • শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হোসেন • শহীদ সোহরাওয়ার্দী • মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী • শেখ মুজিবুর রহমান • জিয়াউর রহমান • মানুষের গল্প • খ্যাতির বিড়ম্বনা	• প্রার্থনা • দুড়ন্ত আশা • অভিযান • খাঁটি সোনা • রূপাই • আনন্দ • বাবুরের মহত্ত্ব • তরু • নওল কিশোর • ধানের কবিতা • পরিশ্রম • একুশের কবিতা • আবার আসিব ফিরে • নিমন্ত্রণ

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাইয়ের জন্য যে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে তাতে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসমূহ অবশ্যই থাকতে হবে।

- শিক্ষার্থীর অর্জন ও উপলব্ধি পরিমাপের যোগ্যতা।
- সাহিত্য ও ভাষাবোধের পরিমাপযোগ্যতা।
- কর্মকুশলতা ও প্রায়োগিক দক্ষতার পরিমাপযোগ্যতা।
- ভাবাবেগ, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতা মাপার যোগ্যতা।
- বিভিন্ন ধরনের রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সুষম সমাহার।
- জ্ঞানমূলক, সমকেন্দ্রিক, কেন্দ্রচ্যুত ও মূল্যায়নকারী প্রশ্নের ব্যবহার।

মূল্যায়নঃ

১. নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন।

২. নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সমূহ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেন কি ? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৩. মূল্যায়নের জন্য কেমন ধরনের প্রশ্নপত্রকে উন্নত মানের প্রশ্ন বলা যায় ? বিস্তারিত লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-১

১। প্রাথমিক স্তর থেকে।

২। নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকে।

৩। বলা, পড়া ও লেখা।

৪। ক) মাতৃভাষা বাংলা সর্বস্তরে ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন।

খ) যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন।

গ) অধিক পাঠের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি।

পর্ব-২

৬ষ্ঠ শ্রেণী		৭ম শ্রেণী		৮ম শ্রেণী	
ভাববস্তু	বিষয়বস্তু (গদ্য)	ভাবস্তু	বিষয়বস্তু (গদ্য)	ভাববস্তু	বিষয়বস্তু (কবিতা)
১. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ ২. ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪. ভাষা ও সাহিত্য ৫. নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনা ৬. সমাজ ও মূল্যবোধ ৭. দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ ৮. সমাজ ও জাতির উন্নয়নে নারী ৯. বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সংস্কৃতি ১০. প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ ১১. উদ্ভিদ জগৎ ১২. শ্রমের মর্যাদা ১৩. মহৎ জীবনী ১৪. রহস্য জগৎ ১৫. সভ্যতার ক্রমবিকাশ ১৬. মানব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৭. দুঃসাহসিক অভিযান ১৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষ ১৯. দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ২০. জন সংখ্যা পরিস্থিতি ২১. স্বাস্থ্যরক্ষা ২২. নাটিকা/নাট্যাংশ ২৩. রসাত্মক গল্প	• আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ-১ • সততার পুরস্কার-৫ • রক্তেলেখা মুক্তিযুদ্ধ-৭ • নতুনদা-৬ • মাদার তেরেসা-১৩ • সাগর জলের নানা প্রাণী-১৪ • নীলনদ আর পিরামিডের দেশ-১৯ • একসূত্রে-৬ • জানা-অজানার সুন্দরবন-১০ • মহাকবি আলাওল-২২ • পাখিদের নিয়ে-১০ • পায়ের নিচে এভারেস্ট-১৭ • মহান বিজ্ঞানী জগদীশ-১৩ • জীবনের জন্য-৬ • গ্যাব্রোভোবাসীর রসরসিকতা-৯ • ইলেকট্রনিকস্- এর জাদুর ছোঁয়ায়-১৬	৬ষ্ঠ শ্রেণীর অনুরূপ	• রূপসী বাংলাদেশ-১ • মরু-ভাস্কর-১৩ • সময়ের হৃৎপিন্ড-৭ • শারীরিক পরিশ্রম-১২ • লন্ডনের জাদুঘরে-৩ • ইনসানিয়াত-৫ • লাইব্রেরী-৩ • ভাঙা কুলা-৫ • সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়-১৩ • মুকুট-২২ • মহাবন আমাজান-১৪ • ডাক-হরকরা--৬ • কলে গড়া নকল মানুষ-১৬ • আকাশ জয়ের কাহিনী-১৭ • হাতে নিয়ে আলোক বর্তিকা-৮ • একটি অনন্য পুরাকীর্তি-২,৩	৬ষ্ঠ শ্রেণীর অনুরূপ	• প্রার্থনা-৫ • দুরন্ত আশা-৭ • অভিযান-৭ • খাঁটি সোনা-১ • রূপাই-১ • আনন্দ-৬ • বাবুরের মহত্ত্ব-৬ • তরু-১০ • নওল কিশোর • ধানের কবিতা-১ • পন্ডশ্রম-২৩ • একুশের কবিতা-৭ • আবার আসিব ফিরে -১ • নিমন্ত্রণ-১

পর্ব-৩

১. অর্জন: প্রশ্নপত্রটি শিক্ষার্থীর অর্জন পরিমাপযোগ্য হবে।

২. উপলব্ধি: শিক্ষার্থীর উপলব্ধির জগত কতটা সম্প্রসারিত হয়েছে তা মাপার যোগ্যতা এর থাকবে।

৩. সাহিত্যবোধ: প্রশ্নপত্রটি শিক্ষার্থীর সাহিত্যবোধ মাপা যায় এমন হবে।

৪. ভাষাবোধ : প্রশ্নপত্রটি শিক্ষার্থীর ভাষাবোধ মাপা যায়- এমন হবে।

৫. কর্মকুশলতা : শিক্ষার্থীর কর্মকুশলতা মাপার উপযোগী হবে।

৬. প্রায়োগিত দক্ষতা: প্রশ্নপত্রটি শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক দক্ষতা যাতে মাপা যায়- তেমন হবে।

৭. ভাবাবেগ: প্রশ্নপত্রটি এমন হবে যাতে তার উত্তরে শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ ফুটে ওঠে।

৮. প্রবণতা: শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতা মাপার সুযোগ এতে থাকবে।

৯. বুদ্ধিমত্তা: শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা পরিমাপযোগ্য হবে।

১০. মূল্যবোধ: শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনীয় উপাদান প্রশ্নে থাকতে হবে।

১১. সৃজনশীলতা : শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন প্রশ্ন করতে হবে।

১২. বৈচিত্র্য: বিভিন্ন প্রকার রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সুষম সমন্বয় প্রশ্নপত্রটিতে থাকবে।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৪**

মাধ্যমিক শ্রেণীর (৯ম-১০ম) বাংলা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিঃ উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী মাতৃভাষার শিষ্ট ও সুষ্ঠু রূপ এবং রীতি-বৈচিত্র্য অর্থাৎ শিল্পরূপ অনুধাবন করে মাতৃভাষা বাংলায় স্বচ্ছন্দ ভাবে বলতে পড়তে ও লিখতে পারবে। শিক্ষার্থী তার মৌলিক চিন্তা কল্পনা ও সৃজন ক্ষমতাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে আরও সুন্দর ও সাবলীল ভাবে প্রকাশ করতে পারবে। এই স্তরের শিক্ষার্থী মাতৃভাষার ঐশ্বর্য, বাক্য গঠনের বৈচিত্র্য এবং বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লেখকদের রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হবে। মাতৃভাষায় নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থী যেমন আবেগ, অনুভূতি ও সৃজন কুশলতাকে সুন্দর ও সুসংহত ভাবে প্রকাশ করবে তেমনি সে মাতৃভাষা বাংলার গঠন প্রকৃতি ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে ভাষাকে শুদ্ধ রূপে প্রয়োগ করতে শিখবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকে মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠদানের উদ্দেশ্য সমূহ সনাক্ত করতে পারবে।
- শিক্ষাক্রম বর্ণিত ভাববস্তুর নিরিখে NCTB কর্তৃক নির্ধারিত বর্তমান পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচিত পাঠ্যবস্তুর যথার্থতা নিরূপণ করতে পারবে।
- শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়নের নির্ধারিত দিকগুলোর প্রেক্ষিতে এস.এস.সি. পরীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ঃ বাংলা পঠন পাঠনের উদ্দেশ্য

একটি শিক্ষাস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখাকে শিক্ষাক্রম বলা হয়। শিক্ষাক্রমে বিশেষ বিষয়ের সার্বিক রূপরেখার উল্লেখ থাকে। পাঠ্যসূচিতে নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকা থাকে। পাঠ্যক্রম ব্যাপক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হয়। পাঠ্যসূচি দ্বারা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়। মূলত: সৃজনশীল সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান, ভাষার অর্ন্তনিহিত সৌন্দর্য, শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ কুশলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দান

এবং তাদের সৃজনশীল ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী করে তোলাই মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠদানের উদ্দেশ্য।

বন্ধুরা, মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যসমূহ নিচে বর্ণিত আছে। আসুন শিক্ষাক্রম নির্ধারিত নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহকে গুরুত্বের বিবেচনায় সাজিয়ে লিখি (নির্বাচিত দশটি) :

উদ্দেশ্যসমূহ (ক্রম অনির্ধারিত)	**গুরুত্বের অনুক্রমে সাজানো দশটি উদ্দেশ্য**
• শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা, কল্পনা ও সৃজন ক্ষমতার বিকাশ ও সম্প্রসারণ।	১.
• ভাষা ও সাহিত্যের রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি।	২.
• ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞান-মনস্কতা সৃষ্টি করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।	৩.
• সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে শব্দভান্ডার বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন কর্মজীবনে তার সুষ্ঠু প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন।	৪.
• যৌক্তিক বাক্ বিন্যাসের মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন।	৫.
• বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি, রসগ্রহণ এবং রচনাশৈলী ও প্রকাশরীতির স্বকীয়তা অর্জন।	৬.
• মাতৃভাষা বাংলাকে ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন।	৭.
• পাঠ্যবিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে রচনা পাঠের অনুরাগ বর্ধন।	৮.
• প্রমিত উচ্চারণ ও শুদ্ধ বানান শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।	৯.
• অপর ভাষা শেখার জন্য মাতৃভাষার বুনিয়াদ মজবুত করা।	১০.
• মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত করা।	
• শ্রেয়বোধ ও নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।	
• বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।	

পর্ব-২: ভাববস্তু, বিষয়বস্তুঃ যথার্থতা নিরূপণ

মাতৃভাষা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মাতৃভাষা পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশের মানুষ, প্রকৃতি ধর্ম, মূল্যবোধ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে যেমন সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি মাধ্যমিক স্তরেও এর প্রতিফলন লক্ষণীয়। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও পুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার্থী সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের রস আস্বাদনে সক্ষম হবে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানোর জন্য আধুনিক বাংলা ভাষার নমুনা হিসেবে প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটক পাঠ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত কর হয়েছে।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীগণ, নিচে মাধ্যমিক স্তরের বাংলা শিক্ষাক্রমের ভাববস্ত ও বিষয়বস্তু এলোমেলো ভাবে দেওয়া আছে। আসুন আমরা ভাববস্তুর বামপার্শ্বের সংখ্যা মিল রেখে বিষয়বস্তুর ডানপার্শ্বে সংখ্যা বসিয়ে মিল করি

গদ্য		কবিতা	
ভাববস্তু	**বিষয়বস্তু**	**ভাববস্তু**	**বিষয়বস্তু**
১. দেশপ্রেম	• প্রত্যুপকার	১. নিসর্গ	• বন্দনা
২. নৈতিকতা	• নীলদর্পন	২. দেশপ্রেম	• হামদ্
৩. মানবিকতা	• রচনার শিল্পগুণ	৩. নীতি ও মূল্যবোধ	• বঙ্গবাণী
৪. স্মৃতিকথা	• অপূর্ব ক্ষমা	৪. প্রার্থনা ও ভক্তি	• মানুষ কে?
৫. বাংলাদেশের মানুষও ও প্রকৃতি	• জড়জগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ	৫. সংকল্প/উদ্দীপনা	• কপোতাক্ষ নদ
৬. ইতিহাস ও ঐতিহ্য	• ছুটি	৬. পরার্থপরতা	• বাংলা আমার
৭. শিক্ষা	• আমার ছেলেবেলা	৭. কাহিনী কাব্য	• সবুজের অভিযান
৮. সভ্যতা	• বই পড়া	৮. গীতিধর্মী কবিতা	• বৃক্ষ
৯. সংস্কৃতি	• মহেশ	৯. ছন্দ পরিচয়	• ধন ধান্য পুস্পভরা
১০. জীবন কথা	• জাগো গো ভগিনী	১০. জীবনচিত্র	• পরার্থে
১১. অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী	• পল্লী সাহিত্য	১১. হাস্য-কৌতুক ওব্যঙ্গ	• ঝর্ণা
১২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	• উদ্যম ও পরিশ্রম	১২. বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ	• শাহজাহানের মৃত্যুস্বপ্ন
১৩. জনসংখ্যা	• ইসলামের মর্মকথা	১৩. স্মৃতিচারণ	• জীবন বিনিময়
১৪. পরিবেশ	• মানুষ মুহাম্মদ (দ:)	১৪. বাংলাদেশ; ইতিহাস ও ঐতিহ্য	• উমর ফারুক
১৫. শ্রমের মর্যাদা	• কবি ও বৈজ্ঞানিক	১৫. ধর্মীয় ঐতিহ্য	• কান্ডারী হুশিয়ার
১৬. অর্থনীতি	• রিলিফ ওয়ার্ক	১৬. মহৎজীবন	• বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
১৭. ভাষা ও সাহিত্য	• দুরন্ত পথিক	১৭. পশুপাখির প্রতি মমতা	• পল্লীবর্ষা
১৮. আনন্দ পাঠ	• বাংলা নববর্ষ	১৮. বৃক্ষের প্রতি মমতা	• জয়যাত্রা
১৯. প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ	• রেখাচিত্র	১৯. অনুবাদ কবিতা	• বসন্ত
২০. স্বাস্থ্য	• শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব		• অভিযাত্রিক
২১. রূপকথা/উপকথা			
২২. নারী অধিকার			
২৩. ছোটগল্প			

২৪. নাট্য পাঠ	• রসগোল্লা • পারী • ধ্বনির ব্যবহার • দুই মুসাফির • লালসালু • মাতৃভাষা • মহাপতঙ্গ • খাদ্য ও পরিবেশ • দুজন বীরশ্রেষ্ঠ • সময়ের প্রয়োজনে		• পূর্বাশার আলো • সাত সাগরের মাঝি • ফেরা • এই সব গ্রামে • দুর্মর • স্বাধীনতা তুমি • মাগো ওরা বলে • তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ • তিতাস • শহীদ স্মরণে

পর্ব-৩: এস.এস.সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে শিক্ষার্থীর সামর্থ, নৈপূণ্য, অর্জিত জ্ঞান যাচাইয়ের পদ্ধতি হল পরীক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে ত্রৈমাসিক, ষান্মসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক অংশে ৫০ নম্বর এবং রচনামূলক অংশে ৫০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ইত্যাদি এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য চারটি আচরণীয় যোগ্যতা যেমন- জ্ঞান, মানস প্রবণতা, দক্ষতা ও প্রায়োগিক নৈপূণ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কয়েক ধরনের হলেও এস.এস.সি পরীক্ষায় শুধুমাত্র বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। একটি ভালমানের প্রশ্নপত্রে মুখস্ত নির্ভরতা পরিহার, মনোভাব যাচাইসহ জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপক বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। আসুন বন্ধুরা, আমরা উত্তম প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচের ঘরগুলোতে লিপিবদ্ধ করি-

উত্তম প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক স্তরের বাংলা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি : উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। এ পর্যায়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার লব্ধ জ্ঞানকে আরও সুসংহত ও উন্নত করে তাকে ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া। শিক্ষার্থী যাতে মাতৃভাষার শিষ্ট ও সুষ্ঠুরূপ এবং রীতি-বৈচিত্র্য অর্থাৎ ভাষার শিল্পরূপ অনুধাবন করে মাতৃভাষা বাংলায় স্বচ্ছন্দভাবে বলতে, পড়তে ও লিখতে পারে তা-ই এ স্তরে শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ –

- শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা, কল্পনা ও সৃজন ক্ষমতার বিকাশ ও সম্প্রসারণ।
- ভাষা ও সাহিত্যের রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি।
- ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞান-মনস্কতা সৃষ্টি করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
- সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে শব্দভান্ডার বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন কর্মজীবনে তার সুষ্ঠু প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন।
- যৌক্তিক বাক্ বিন্যাসের মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন।
- বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি, রসগ্রহণ এবং রচনাশৈলী ও প্রকাশরীতির স্বকীয়তা অর্জন।
- মাতৃভাষা বাংলাকে ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন।
- পাঠ্যবিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে রচনা পাঠের অনুরাগ বর্ধন।
- প্রমিত উচ্চারণ ও শুদ্ধ বানান শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- অপর ভাষা শেখার জন্য মাতৃভাষার বুনিয়াদ মজবুত করা।
- মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত করা।
- শ্রেয়বোধ ও নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।
- বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

ভাববস্তু

ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের বিবেচনায় নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা শিক্ষাক্রমে নিম্নবর্ণিত ভাববস্তুসমূহ নির্ধারিত হয়েছে।

গদ্য	কবিতা	ব্যাকরণ
• দেশপ্রেম • নৈতিকতা • মানবিকতা • স্মৃতিকথা • বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি • ইতিহাস ও ঐতিহ্য • শিক্ষা • সভ্যতা • সংস্কৃতি • জীবন কথা • অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি • জনসংখ্যা • পরিবেশ • শ্রমের মর্যাদা • অর্থনীতি • ভাষা ও সাহিত্য • আনন্দ পাঠ • প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ • স্বাস্থ্য • রূপকথা / উপকথা • নারী অধিকার • ছোটগল্প • নাট্য পাঠ	• নিসর্গ • দেশপ্রেম • নীতি ও মূল্যবোধ • প্রার্থনা ও ভক্তি • সংকল্প/উদ্দীপনা • পরার্থপরতা • কাহিনী কাব্য • গীতিধর্মী কবিতা • ছন্দ পরিচয় • জীবনচিত্র • হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ • বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ • স্মৃতিচারণ • বাংলাদেশ; ইতিহাস ও ঐতিহ্য • ধর্মীয় ঐতিহ্য • মহৎজীবন • পশুপাখির প্রতি মমতা • বৃক্ষের প্রতি মমতা • অনুবাদ কবিতা	• বাংলা ব্যাকরণ ও তার ব্যবহার • বাংলা ভাষা • ধ্বনিতত্ত্ব • বাংলা বানানের নিয়ম • রূপতত্ত্ব • শব্দার্থ তত্ত্ব • পদ প্রকরণ • বিভক্তি • বাক্য প্রকরণ • প্রবন্ধ রচনা • পত্র লিখন • ভাবসম্প্রসারণ • সারাংশ • বাগধারা

বিষয়বস্তুঃ ভাববস্তুর আলোকে NCTB কর্তৃক নির্ধারিত নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ –

গদ্য		কবিতা	
বিষয়	**লেখক**	**বিষয়**	**লেখক**
▪ প্রত্যুপকার	▪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	▪ বন্দনা	▪ শাহ মুহম্মদ সগীর
▪ নীলদর্পণ	▪ দীনবন্ধু মিত্র	▪ হামদ্	▪ আলাওল
▪ রচনার শিল্পগুণ	▪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	▪ বঙ্গবাণী	▪ আব্দুল হাকিম
▪ অপূর্ব ক্ষমা	▪ মীর মোশাররফ হোসেন	▪ মানুষ কে?	▪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
▪ জড়জগৎ ও উদ্ভিদজগৎ	▪ জগদীশচন্দ্র বসু	▪ কপোতাক্ষ নদ	▪ মাইকেল মধুসূদন দত্ত
▪ ছুটি	▪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	▪ বাংলা আমার	▪ কায়কোবাদ
▪ আমার ছেলেবেলা	▪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	▪ সবুজের অভিযান	▪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
▪ বই পড়া	▪ প্রমথ চৌধুরী	▪ বৃক্ষ	▪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
▪ মহেশ	▪ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	▪ ধন ধান্য পুষ্পভরা	▪ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
▪ জাগো গো ভগিনী	▪ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	▪ পরার্থে	▪ কামিনী রায়
▪ পল্লীসাহিত্য	▪ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	▪ ঝর্ণা	▪ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
▪ উদ্যম ও পরিশ্রম	▪ মোহাম্মদ লুতফর রহমান	▪ শাহজাহানের মৃত্যুস্বপ্ন	▪ শাহাদাৎ হোসেন
▪ ইসলামের মর্মকথা	▪ ইবরাহীম খাঁ	▪ জীবন বিনিময়	▪ গোলাম মোস্তফা
▪ মানুষ মুহম্মদ (স)	▪ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	▪ উমর ফারুক	▪ কাজী নজরুল ইসলাম
▪ কবি ও বৈজ্ঞানিক	▪ কাজী মোতাহার হোসেন	▪ কান্ডারী হুশিয়ার	▪ কাজী নজরুল ইসলাম
▪ রিলিফ ওয়ার্ক	▪ আবুল মনসুর আহমদ	▪ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি	▪ জীবনানন্দ দাশ
▪ দুরন্ত পথিক	▪ কাজী নজরুল ইসলাম	▪ পল্লীবর্ষা	▪ জসীম উদ্‌দীন
▪ বাংলা নববর্ষ	▪ মুহম্মদ এনামুল হক	▪ জয়যাত্রা	▪ আবদুল কাদির
▪ রেখাচিত্র	▪ আবুল ফজল	▪ বসন্ত	▪ মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
	▪ মোতাহের হোসেন চৌধুরী	▪ অভিযাত্রিক	▪ সুফিয়া কামাল
	▪ সৈয়দ মুজতবা আলী	▪ পূর্বাশার আলো	▪ আহসান হাবীব
	▪ অন্নদাশঙ্কর রায়		▪ ফররুখ আহমদ
			▪ সৈয়দ আলী আহসান
			▪ আবুল হোসেন
			▪ সুকান্ত ভট্টাচার্য
			▪ শামসুর রাহমান
			▪ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
			▪ সৈয়দ শামসুল হক
			▪ আল মাহমুদ

▪ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ▪ রসগোল্লা ▪ পারী ▪ ধ্বনির ব্যবহার ▪ দুই মুসাফির ▪ লালসালু ▪ মাতৃভাষা ▪ মহাপতঙ্গ ▪ খাদ্য ও পরিবেশ ▪ দুজন বীরশ্রেষ্ঠ ▪ সময়ের প্রয়োজনে	▪ মুহম্মদ আবদুল হাই ▪ শওকত ওসমান ▪ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ▪ মুনীর চৌধুরী ▪ আবু ইসহাক ▪ আবদুল্লাহ আল মুতী ▪ জহির রায়হান	▪ সাত সাগরের মাঝি ▪ ফেরা ▪ এই সব গ্রামে ▪ দুর্মর ▪ স্বাধীনতা তুমি ▪ মাগো ওরা বলে ▪ তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ ▪ তিতাস ▪ শহীদ স্মরণে	▪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র : শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাফল্য ও তার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্যই পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়। তাই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অবশ্যই কতিপয় গুণাগুণ সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। যেমন প্রশ্নপত্র অবশ্যই এমন হবে যাতে –

- নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধি মূল্যায়ন করা যায়।
- শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর ভাষা-বোধের পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর সাহিত্যবোধের পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর কর্মকুশলতা ও প্রায়োগিক দক্ষতার কতটা বিকাশ সাধিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করা যায়।
- শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার মাত্রা নিরূপণ করা যায়।

প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা : শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য যেসব প্রশ্নপত্র ব্যবহৃত হবে তা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

- প্রশ্ন অবশ্যই হবে উন্নতমানের।
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে আরোপিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা যাবে না।

- পাঠের যে অংশ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার সাহায্যে মূল্যায়নযোগ্য, সে অংশে রচনামূলক প্রশ্ন না রাখাই বাঞ্ছনীয়।
- রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ-উত্তরমূলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হবে।
- জ্ঞান, মানস প্রবণতা, দক্ষতা ও প্রায়োগিক নৈপুণ্য- এই চারটি দিকের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে।
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালায় প্রত্যক্ষ প্রশ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য-মিথ্যা নিরূপণ, মিলকরণ এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সুষম মিশ্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়।
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নসমূহকে যথাসম্ভব সহজ থেকে কঠিন – এই ক্রম রক্ষা করে সাজাতে হবে।
- ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নমালার জন্য পৃথক পৃথক ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি থাকতে হবে।

মূল্যায়নঃ

১. মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যসমূহ গুরুত্বের নিরিখে বর্ণনা করুন।

২. মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুসমূহ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেন কি ? আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৩. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে আরও যুগোপযোগী করতে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

উদ্দেশ্যসমূহ (ক্রম অনির্ধারিত)
• শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা, কল্পনা ও সৃজন ক্ষমতার বিকাশ ও সম্প্রসারণ।
• ভাষা ও সাহিত্যের রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি।
• ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞান-মনস্কতা সৃষ্টি করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
• সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন কর্মজীবনে তার সুষ্ঠু প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন।
• যৌক্তিক বাক্ বিন্যাসের মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন।

- বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি, রসগ্রহণ এবং রচনাশৈলী ও প্রকাশরীতির স্বকীয়তা অর্জন।
- মাতৃভাষা বাংলাকে ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন।
- পাঠ্যবিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে রচনা পাঠের অনুরাগ বর্ধন।
- প্রমিত উচ্চারণ ও শুদ্ধ বানান শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

পর্ব-২

গদ্য		কবিতা	
ভাববস্তু	**বিষয়বস্তু**	**ভাববস্তু**	**বিষয়বস্তু**
১. দেশপ্রেম ২. নৈতিকতা ৩. মানবিকতা ৪. স্মৃতিকথা ৫. বাংলাদেশের মানুষও ও প্রকৃতি ৬. ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৭. শিক্ষা ৮. সভ্যতা ৯. সংস্কৃতি ১০. জীবন কথা ১১. অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী ১২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৩. জনসংখ্যা ১৪. পরিবেশ ১৫. শ্রমের মর্যাদা ১৬. অর্থনীতি ১৭. ভাষা ও সাহিত্য ১৮. আনন্দ পাঠ ১৯. প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ ২০. স্বাস্থ্য ২১. রূপকথা/উপকথা ২২. নারী অধিকার	●প্রত্যুপকার-৩ ●নীলদর্পন-২৪ ●রচনার শিল্পগুণ-১৭ ●অপূর্ব ক্ষমা-২ ●জড়জগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ-১৯ ●ছুটি-২৩ ●আমার ছেলেবেলা-৪ ●বই পড়া-১৭ ●মহেশ-৩ ●জাগো গো ভগিনী-২২ ●পল্লী সাহিত্য-২১ ●উদ্যম ও পরিশ্রম-১০ ●ইসলামের মর্মকথা-২,৩ ●মানুষ মুহাম্মদ (দ:)-২,৩ ●কবি ও বৈজ্ঞানিক-	১. নিসর্গ ২. দেশপ্রেম ৩. নীতি ও মূল্যবোধ ৪. প্রার্থনা ও ভক্তি ৫. সংকল্প/উদ্দীপনা ৬. পরার্থপরতা ৭. কাহিনী কাব্য ৮. গীতিধর্মী কবিতা ৯. ছন্দ পরিচয় ১০. জীবনচিত্র ১১. হাস্য-কৌতুক ওব্যঙ্গ ১২. বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ ১৩. স্মৃতিচারণ ১৪. বাংলাদেশ; ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৫. ধর্মীয় ঐতিহ্য ১৬. মহৎজীবন ১৭. পশুপাখির প্রতি মমতা ১৮. বৃক্ষের প্রতি মমতা	●বন্দনা-৪ ●হামদ্-৪ ●বঙ্গবাণী-২ ●মানুষ কে?- ●কপোতাক্ষ নদ-২ ●বাংলা আমার-২ ●সবুজের অভিযান-৫ ●বৃক্ষ-১৮ ●ধন ধান্য পুস্পভরা-২ ●পরার্থে-৬ ●ঋর্ণা-৯ ●শাহজাহানের মৃত্যুস্বপ্ন-১০ ●জীবন বিনিময়-৭ ●উমর ফারুক-১৬ ●কান্ডারী হুশিয়ার-৫ ●বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি-১ ●পল্লীবর্ষা-৭ ●জয়যাত্রা-৫

২৩. ছোটগল্প ২৪. নাট্য পাঠ	১২ ●রিলিফ ওয়ার্ক-৮ ●দুরন্ত পথিক-১১ ●বাংলা নববর্ষ-৯ ●রেখাচিত্র ●শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব-৭ ●রসগোল্লা-১৮ ●পারী-৮ ●ধ্বনির ব্যবহার-১৭ ●দুই মুসাফির-১১ ●লালসালু- ●মাতৃভাষা-৭ ●মহাপতঙ্গ- ●খাদ্য ও পরিবেশ-১৪ ●দুজন বীরশ্রেষ্ঠ-১ ●সময়ের প্রয়োজনে-১	১৯. অনুবাদ কবিতা	●বসন্ত-১ ●অভিযাত্রিক-৫ ●পূর্বাশার আলো-৫ ●সাত সাগরের মাঝি-৫ ●ফেরা-১৪ ●এই সব গ্রামে- ●দুর্মর- ●স্বাধীনতা তুমি-২ ●মাগো ওরা বলে-২ ● তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ-২ ●তিতাস-১ ●শহীদ স্মরণে-২

পর্ব-৩

- নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধি মূল্যায়ন করা যায়।
- শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর ভাষা-বোধের পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর সাহিত্যবোধের পরিমাপ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর কর্মকুশলতা ও প্রায়োগিক দক্ষতার কতটা বিকাশ সাধিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করা যায়।
- শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার মাত্রা নিরূপণ করা যায়।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৫**

নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম এই তিনটি শ্রেণী নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের আওতাভুক্ত। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স ১১ থেকে ১৩। এই সময়টাতে শিক্ষার্থীরা বাল্যকাল ও কৈশোরের গন্ডি পেরিয়ে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হয়। দেহ ও মনের পরিবর্তনশীলতার মানসিকতায় এই স্তর পূর্ণ। শিশুর দেহ ও মন পূর্ণতার অভিমুখে পরিণতির সম্মুখীন। এই স্তরে শিক্ষার্থী সব কিছু জানতে চায়। জানার এই আকুলতা যেমন বহিরাঙ্গন থেকে তেমনি পাঠ্যপুস্তক থেকেও বটে। একটি সুন্দর, সুশোভন ও দৃষ্টি নন্দন পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। চমৎকার বিষয়বস্তুর পাশাপাশি তাই ভাষা শিখনের জন্য প্রয়োজন ততোধিক সুন্দর বাংলা পাঠ্যপুস্তক।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- ৬ষ্ঠ , ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবে ।
- বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নাম ও বিষয়বস্তুর তালিকা প্রণয়ন করতে পারবে ।
- বাংলা পাঠ্যপুস্তক তিনটির আকার, প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা, বানান রীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পর্বসমূহ

পর্ব-১: ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মাতৃভাষা বাংলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে প্রচলিত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রীতিনীতি অনুসরণে করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক তিনটির বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের বিশেষ নীতি নির্দেশ অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক তিনটির প্রচ্ছদ, আকার, পৃষ্ঠা সংখ্যা, অঙ্গসজ্জা বানান রীতি সবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি প্রদত্ত নিয়ম নীতি অনুসরণে করা হয়েছে ।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন মাইন্ড ম্যাপিং এর সাহায্যে আমরা নিচের বৃত্তগুলো পূরণ করি-

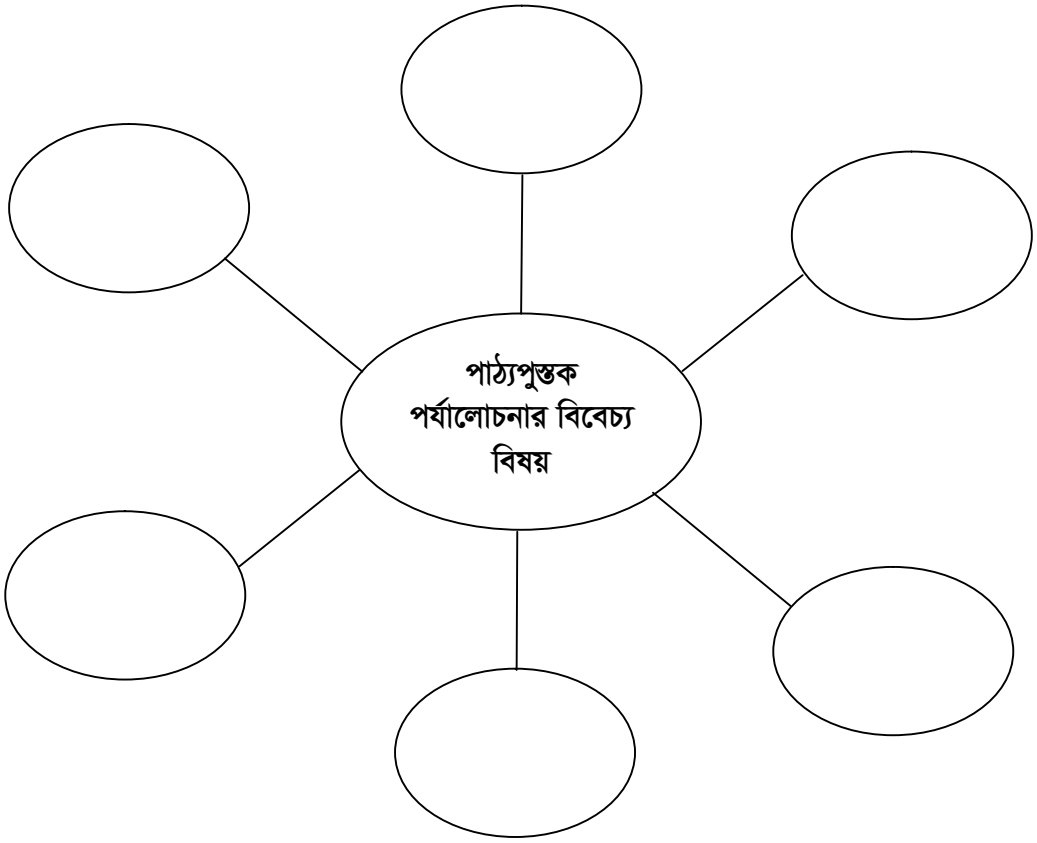

পর্ব -২: বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নাম ও বিষয়বস্তু

নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে শিক্ষার্থীদের ভাষা শেখার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এ পর্যায়ে সাধারণভাবে মাতৃভাষার সঙ্গে তাদের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সৃজন কুশলতাকে সুন্দর ও সুসংহত ভাবে প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করে। ভাষার দক্ষতা অর্জন করে ভাষাকে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এ পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। বিখ্যাত লেখক ও কবির লেখা ও কবিতা শিক্ষার্থীদের কল্পনা চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ যাতে ঘটাতে পারে সে ভাবেই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। অনুশীলনীতে প্রশ্ন, শব্দার্থ, ব্যাখ্যা সবই সংযোজন করা আছে।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক সপ্তবর্ণার গদ্য ও কবিতা সমূহ লেখক ও কবির নামসহ সাজিয়ে লিখি-

ক্রম.	গদ্য	লেখকের নাম	কবিতা	কবির নাম
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				

পর্ব-৩: বাংলা পাঠ্যপুস্তক তিনটির আকার, প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা, বানান রীতি

ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকটির নাম "চারুপাঠ" এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৩। বইটির প্রচ্ছদ মাঝে হলুদ উপর ও নিচে গাঢ় মেজেন্টা। হলুদের ভেতর সুন্দর নকশা করা। প্রচ্ছদ বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকটির নাম "সপ্তবর্ণা" এর পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৫২ বইটির প্রচ্ছদ কমলা রং ও হালকা সবুজ রংয়ের উপরে নীচে সবুজ এবং মাঝে কমলা রং থাকায় প্রচ্ছদ বেশ উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তকটির নাম "সাহিত্য কণিকা"। বইটির পৃষ্টা সংখ্যা- ১৫০ বইটির প্রচ্ছদ নীল এবং বেগুনী রংয়ের মাঝে বেগুনী রং ও উপরে নীচে নীল রং থাকায় বইটির প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় হয়েছে।

তিনটি বই এরই ডিমাই $\frac{1}{4}$ । তিনটি বই এর মধ্যেই প্রয়োজনীয় চিত্র অংকন করে এবং কিছু রঙিন কাগজ ব্যবহার করে অঙ্গসজ্জার চেষ্টা করা হয়েছে। রঙিন কাগজগুলো সাদা কাগজের চাইতে সহজেই নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বই তিনটিতে মনো-১২ পয়েন্ট টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। চলিত ভাষা রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে এবং খ্যাতিমান লেখকের লেখার ক্ষেত্রে চলিত রীতির ব্যতিক্রম রয়েছে। জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ডের বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রচ্ছদ সুদৃশ্য এবং মোটামুটি শক্ত বাইন্ডিং এর বই হয়েছে।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা এখন নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত তথ্যগুলো নিচের ছকে নির্ভুল ভাবে পূরণ করি-

তথ্য সমূহ	৬ষ্ঠ শ্রেণী	৭ম শ্রেণী	৮ম শ্রেণী	
১। পাঠ্যপুস্তকের নাম				
২। পৃষ্ঠা সংখ্যা				
৩। প্রচ্ছদ				
৪। কাগজ				
৫। গদ্য সংখ্যা				
৬। কবিতার সংখ্যা				
৭। বানান রীতি				
৮। টাইপ/বর্ণের আকার				

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তাই মাধ্যমিক স্তর থেকে মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে এ ভাষায় ব্যবহারিক ও সৃজনশীল উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। অন্যদিকে, শিক্ষার্থীর ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ যেমন প্রয়োজন তেমনি তাকে হতে হবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ।

ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নাম 'চারুপাঠ'। ১৯৯৬ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে বইটি পুনঃমুদ্রিত হয়। ২০০০ সালে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। এ বইটিতে মোট ১৬টি গদ্য এবং ১৩টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ' আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির মাটি ও মানুষের সঙ্গে শিশু কিশোরদের পরিচয় নিবিড় করার জন্যে রচনাটি সংকলিত হয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধটির নাম 'সততার পুরস্কার'। লিখেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আস্থা স্থাপন এবং সৎকর্মের প্রতি আত্মনিবেদন করাই প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য।

'রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ' প্রবন্ধে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। রচয়িতা শাহিদা বেগম মুক্তিযোদ্ধাদের মহান বীরত্ব গাঁথা এবং রক্তসিক্ত ইতিহাস এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

মানুষের চরিত্র বড়ই বিচিত্র। কেউ মহৎ, কেউ দয়ালু, কেউ স্বার্থপর, কেউ পরোপকারী। 'নতুন দা' গল্পটিতে শরৎচন্দ্র একজন স্বার্থপর মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এটি লেখকের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অংশ বিশেষ।

মানুষ মানুষের বিপদ-আপদে, রোগে-শোকে, দুঃখে-দৈন্যে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে- এটাই মানবতা, এটাই কাম্য। সানজিদা খাতুন 'মাদার টেরেসা' প্রবন্ধে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

'সাগরজলের নানা প্রাণী' প্রবন্ধটি লিখেছেন আবদুল্লাহ আল-মুতি। এই প্রবন্ধে লেখক সাগরজলের বিস্ময়কর সব প্রাণীর কথা প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এতে শিশু কিশোরদের অনুসন্ধিৎসু মনের যথেষ্ট খোরাক রয়েছে।

'নীলনদ আর পিরামিডের দেশ' একটি ভ্রমণকাহিনী। রচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলী। ভ্রমণ মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে, শিক্ষাকে পরিপক্ব করে। শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি এবং ভ্রমণের মানসিকতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ কাহিনীটি সংকলিত হয়েছে।

'একসূত্রে' গল্পে মানুষকে একতাবদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানুষ সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। এক অপরের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। একজনের কষ্টে অন্যকে পাশে এসে দাঁড়াতে হবে তবেই সমাজে বাস করা সার্থক হবে। লেখক শওকত ওসমান এই বার্তাটি গল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'জানা অজানার সুন্দরবন' রচনাটি এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল লিখিত 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই রচনায় সুন্দরবনের পরিবেশ, জীবজন্তু এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতি এবং পরিবেশের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করাই এই রচনাটির উদ্দেশ্য।

'মহাকবি আলাওল' একটি নাট্যাংশ। সিকান্দার আবু জাফরের 'মহাকবি আলাওল' নাটকের একটি অংশ সংক্ষিপ্ত এবং পরিমার্জিত করে এই পুস্তকে সংকলিত করা হয়েছে। মানুষের গুণই মানুষকে প্রতিষ্ঠা দান করে। আর গুণ কখনো চাপা থাকে না। অন্ধকার আবরণ ভেদ করে সূর্যের মতোই সে প্রতিভাত হয়। এই বিষয়টিই সুন্দরভাবে 'মহাকবি আলাওল' নাটকে প্রকাশিত হয়েছে।

পাখিদের নিয়ে রচনাটিতে পশুপাখিদের প্রতি সহানুভূতির কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে। পশুপাখি পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ওরা আমাদের অনেক উপকার করে থাকে। তাই পশুপাখিদের দুঃখ ব্যথাও আমাদের অনুভব করা উচিত এবং সাধ্যমত তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। এ কথাটি লেখক আলী ইমাম এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

'পায়ের নিচে এভারেস্ট' প্রবন্ধটি 'বিশ্বশ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। রচয়িতা সেজান মাহমুদ। দুর্জয়কে জয় করার বাসনা মানুষকে তাড়িত করেছে সর্বকালে। এই বাসনা থেকেই

মানুষ অজেয়কে করেছে জয়, দুর্জ্ঞেয়কে করেছে জ্ঞাত। এই বাসনাকে শিক্ষার্থীর মনে উপ্ত করার জন্যেই রচনাটি সংকলিত হয়েছে।

'মহান বিজ্ঞানী জগদীশ' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন বন্দে আলী মিয়া। এই প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান চর্চা এবং বিস্ময়কর প্রতিভার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। গাছেরও যে প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখ বোধ আছে- একথা জগদীশচন্দ্র বিশ্ববাসীকে জানান দিয়ে গেছেন। শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হয়েছে।

'জীবনের জন্যে' গল্পটি ডা: লুৎফর রহমানের 'মহৎ জীবন' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। মানুষ মানুষের জন্যে এই সত্যটি গল্পটিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর্তমানবতার সেবা করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করাই গল্পটি সংকলনের উদ্দেশ্য।

'গ্যাব্রোভোবাসীর রস রসিকতা' একটি রম্য রচনা। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর বুলগেরিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে গ্যাব্রোভোবাসীর হাস্য-রস প্রিয়তার একটি চিত্র এই রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

বর্তমান যুগ ইলেক্ট্রনিক্স-এর যুগ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তারই একটি চিত্র 'ইলেক্ট্রনিসক-এর যাদুর ছোঁয়া'য় ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধটি রচনা করেছেন মাহবুবুল হক।

চারু পাঠের প্রথম কবিতাটির শিরোনাম 'জন্মেছি এই দেশে'। কবিতাটিতে কবির দেশপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে। কবি এই দেশের আকাশ-বাতাস, গিরি-নদী, বন-বনান্ত ভালবেসে মরতে চান। 'পরিচয়' কবিতায় স্নেহ মমতার একটি ব্যতিক্রমী চিত্র ফুটে উঠেছে। মমতার ছায়ায় মানুষ পশু একাকার হয়ে গেছে। 'ওদের জন্যে মমতা' কবিতায় সমাজের অসহায়, অবহেলিত, অনাহার ক্লিষ্ট শিশু কিশোরদের প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ ও আর্তি ব্যক্ত হয়েছে। 'বাংলা ভাষা' কবিতায় বাংলার প্রতি কবির ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

'সুখ' কবিতায় কবি কামিনী রায় জীবনের প্রকৃত সুখের কথা বলেছেন। আত্মসুখ এবং আত্মস্বার্থে কোন সুখ নেই। পরার্থে করাই প্রকৃত সুখ। 'সকাল' কবিতায় রোদেলা সকালের অনুপম রূপলাবণ্যের ছবি আঁকা হয়েছে। 'প্রিয় স্বাধীনতা' কবিতায় গ্রাম বাংলার প্রতি কবির মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এখনও এখানকার মানুষ অন্যায় অবিচারে জর্জরিত। একমাত্র প্রকৃত স্বাধীনতাই সব রকম বঞ্চনা থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারে। 'ঠিকানা' কবিতায় কবি

স্বদেশভূমির প্রতি গভীর মমত্বের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের ঠিকানা জন্মভূমি বাংলাদেশ। মাতৃভূমির মাটিতে আমাদের জীবন এগিয়ে চলে। 'মৈত্রী' কবিতায় কবি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। যুদ্ধ নয়, ধ্বংস নয়, হিংসা নয়, হানাহানি নয়, শুধু কল্যাণের মন্ত্রে মানবতার মিলন হোক এটাই কবির কামনা। নোলক কবিতায় বাংলাদেশের হারানো ঐতিহ্য ও হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের আকুলতা ফুটে ওঠেছে। বাংলাদেশ একদা ছিল ঐতিহ্যমন্ডিত, সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরপুর। 'জীবনের হিসাব' কবিতায় পুঁথিগত বিদ্যার অসারতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে জীবন ঘনিষ্ঠ বিদ্যার প্রয়োজনীয় কথাই কবিতার মূল কথা। 'মানুষ জাতি' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা-কাল, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সবাই এক মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। একাত্তরের মুক্তিযুক্ত আমাদের জাতীয় জীবনের অসামান্য গৌরবগাঁথা। বাংলাদেশের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহসের ঘটনাই তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয়েছে 'হে কিশোর শোন' কবিতায়।

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নাম 'সপ্তবর্ণা'। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পুস্তকটি পুনর্মুদ্রণ হয়। বইটিতে ১৬টি গদ্য এবং ১৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। ২০০০ সালে পুনরায় সংশোধন ও পমির্জন করা হয়।

এই বইয়ের প্রথম রচনাটি 'রূপসী বাংলাদেশ'। লিখেছেন মঞ্জুশ্রী চৌধুরী। বাংলাদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রকৃতি ষড়ঋতুর খেলা এই প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। 'মরূভাস্কর' রচনায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর জীবনের নানা দিক নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। তার সত্যবাদিতা, আচরণের মাধুর্য, সরল জীবন যাপন সুন্দরভাবে এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। 'সময়ের হৃৎপিণ্ড' গল্পে একাত্তরের গণহত্যার এক ভয়াল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'শারীরিক পরিশ্রম' প্রবন্ধে লেখক ডাক্তার লুৎফর রহমান শ্রমের মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'লন্ডনের যাদুঘর' প্রবন্ধে লেখক মুহাম্মদ আব্দুল হাই লন্ডনের যাদুঘরের একটি চমৎকার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। 'ইনসানিয়াত' গল্পে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সৎকর্মের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। যে সৎকর্ম করে সে ভিন্নধর্মী হলেও আল্লাহর প্রিয় এই সত্যাটিই এই গল্পের মূল কথা। 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির রচয়িতা মোতাহের হোসেন চৌধুরী। 'ভাঙা কুলা' গল্পে লেখক একজন সাধারণ মানুষের মহত্ব এবং আত্মত্যাগের কথা উপস্থাপন করেছেন। 'সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়' প্রবন্ধে লেখক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী শেক্সপিয়ারের বৈচিত্র্যময় জীবন ও সাহিত্য কর্মের নানা দিক তুলে ধরেছেন। 'মুকুট' নাটিকাটি ত্রিপুরা রাজ পরিবারের তিনজন রাজকুমারের অন্তর্কলহকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। 'মহাবন আমাজন'

প্রবন্ধটি রচনা করেছেন নওয়াজেশ আহমেদ। এই প্রবন্ধে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বনভূমির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আমাজন বনের তরুলতা, কীট পতঙ্গ, পশুপাখি সম্পর্কে এই প্রবন্ধে চমৎকার তথ্য রয়েছে। 'ডাক হরকরা' তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অনবদ্য গল্প। এই গল্পে সাধারণ একজন ডাক হরকরার দায়িত্ববোধ সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। 'কলে গড়া নকল মানুষ' প্রবন্ধটিতে রোবট আবিস্কার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। 'আকাশ জয়ের কাহিনী' গল্পে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আকাশে ওড়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'হাতে নিয়ে আলোকবর্তিকা' প্রবন্ধে আর্ত-মানবতার সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। নার্সিং পেশায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অবদান এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। 'একটি অনন্য পুরাকীর্তি' প্রবন্ধে বাগেরহাটের ষাটগুম্বুজ মসজিদের একটি বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক সপ্তবর্ণার কবিতা অংশের প্রথম কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মভূমি'। এই কবিতায় জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ ও দেশাত্ববোধ ফুটে উঠেছে। 'প্রতিদান' কবিতাটি রচনা করেছেন পল্লী কবি জসীম উদদীন। এই কবিতায় কবির উদার মন এবং প্রীতিময়তার এক অনবদ্য অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। 'আমরা কিশোর' কবিতায় কবি সুনির্মল বসু কিশোর মনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে এই কামনা ব্যক্ত করেছেন যে, তারা যেন বিপথগামী না হয়। 'কুলি-মজুর' কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী ধারার একটি কবিতা। এই কবিতায় কবি সমাজের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। 'আনন্দ' কবিতায় জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে যে অপরিসীম আনন্দের উৎস রয়েছে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'স্মৃতিসৌধ' কবিতায় একাত্তরের বিজয় ছিনিয়ে আনতে গিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবি। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাসের অনন্য স্মারক এই স্মৃতিসৌধ। 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতায় মাইকেল মধুসুদন দত্ত অহংকার পতনের মূল- এই সত্যটিকে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। 'সন্ধ্যা' কবিতায় কবি সাহাদাৎ হোসেন সন্ধ্যার শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বৃষ্টি' কবিতায় কবি ফররুখ আহমদ প্রকৃতি মনে বৃষ্টির আবেদনটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'একটি পাখি' কবিতায় মানুষের মনের একটি গোপন বাসনা একটি পাখির প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। সেই গোপন বাসনার নাম সুখ। কিন্তু আমরা কি জীবনে সুখ পাখির সন্ধান পাই ? 'ছিন্নমুকুল' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি শিশুর অকাল মৃত্যুকে উপজীব্য করে মানব মনের একটি সকরুণ অনুভুতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 'আমার এ দেশ' কবিতা বাংলার রূপ বৈচিত্র্য ফুটে ওঠেছে। 'মানুষের সেবা' কবিতায় কবি আব্দুল কাদের 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' এই সত্যটি মূর্ত করে তুলেছেন। মানুষের সেবা না করে শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদত করা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়- এই কথাই কবি অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবনের কর্ম পরিমন্ডলের বৈচিত্র্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অপার আনন্দ। তা থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন কখনো সার্থক হয়ে ওঠে

না। 'নন্দলাল' কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত একটি ব্যঙ্গ কবিতা। সমাজের যে সব লোক মুখে বড় বড় কথা বলে কিন্তু কাজের বেলায় ঠনঠন, সেই সব লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে কবিতাটি লেখা হয়েছে। 'ভালবাসার জয়' কবিতায় শক্তির দাপট নয়, প্রীতির মহিমাই মানুষের জীবনে বরণীয় এ ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের নাম 'সাহিত্য কণিকা'। এই বইয়ে আঠারটি গদ্য রচনা এবংচৌদ্দটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গদ্য রচনা এবং কবিতাগুলোতে যে ভাববস্তু সমূহ বিধৃত হয়েছে তা হল মাতৃভাষা প্রীতি ও সাহিত্যানুরাগ, মূল্যবোধ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতা, সবার জন্যে শিক্ষা, দেশ ভ্রমণ, জনসংখ্যা সমস্যা, বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও ব্যবহার, রহস্য-জগতের পরিচয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষ, সমাজ উন্নয়নে নারীর অবদান, নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার গ্রন্থাগার, মহৎ ব্যক্তির জীবন ও জীবনাদর্শ, নানানদেশের মানুষ ও প্রকৃতি, আত্মকর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরতা ইত্যাদি।

উল্লিখিত ভাববস্তুসমূহ যে সব পাঠ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ও মমত্ববোধ সৃষ্টির জন্যে বাংলা ভাষার জন্মকথা প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। লোকশিল্প লোক সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং আমাদের শেকড়। এই জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় এবং একাত্মতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনা করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান। 'মহত্ত্বের শক্তি' প্রবন্ধে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী বলতে চেয়েছেন মহত্ব ঘাতকের অস্ত্রের চাইতেও শক্তিশালী। অর্থ, পরাক্রম এবং অস্ত্রের ঝনঝনানী এসব কিছুই মহত্বের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য। কথায় বলে, 'ভদ্র আচরণ করতে কোন পয়সা লাগে না'। অথচ সমাজে সৃষ্টি হয় এক প্রীতিময় পরিবেশ। মানুষের সুন্দর ব্যবহার, উদারতা, ভদ্রতা এবং সংযম পরস্পরের মধ্যে একটি সৌভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে। সুন্দর ব্যবহার প্রবন্ধে লেখক রাজিয়া মাহবুব এ কথাই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'রাজা' গল্পে লেখক এস. ওয়াজেদ আলী পাখির প্রতি একটি কিশোরের মমত্ববোধ চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। 'তারার দেশের হাতছানি' প্রবন্ধে মহাকাশের অপার বিস্ময় এবং বিচিত্র রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। 'কম্পিউটারের কথা' প্রবন্ধটি কম্পিউটার সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দান ও আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়েছে। 'ফুলের মেলা প্রবন্ধে মুহাম্মদ আব্দুল হাই ইংল্যান্ডে বসন্ত ঋতুর রূপ বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। ফুলের বিচিত্র রূপ এবং রঙের বিচিত্র লীলা এই প্রবন্ধে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'ভাষা ও শিক্ষা' প্রবন্ধে লেখক আবুল মনসুর

আহমদ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব চমৎকারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'জোঁক' গল্পে সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং শোষিত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। 'আলো চাই' প্রবন্ধে লেখক সবার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষাই আমাদেরকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে একথাই প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। 'জীবন ও কাজ' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে। হেলাফেলা অবহেলায় জীবনের অমূল্য সময়কে ব্যর্থ করে দেওয়া যাবে না। কারণ জীবন একটাই। একে আর কখনোই ফিরে পাওয়া যাবে না। 'রূপ কথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ' রচনায় লেখক বিদ্যুতের আবিস্কার ও এর বহুমুখী প্রয়োগ সম্পর্কে তথ্যাদি উপস্থাপন করেছেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সব মহান ব্যক্তি অবদান রেখেছেন তাঁদের কথা বলা হয়েছে 'স্বাধীনতার পথে স্মরণীয় যাঁরা। 'মানুষের গল্প' রচনাটি জনসংখ্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে সংকলিত হয়েছে। জনসংখ্যা আমাদের এক নম্বর সমস্যা। এই সমস্যা যে কিভাবে আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে এই রচনায় সেটাই উপস্থাপন করা হয়েছে। 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ব্যাঙ্গাত্মক নাটিকা। জীবনে সব কিছু পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে, সাধনার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। সহজে কোন কিছু অর্জন করতে চাইলে নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়, এই সত্যটিই নাটকটির প্রধান বক্তব্য।

অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক সাহিত্য কণিকার কবিতা অংশের প্রথম কবিতা 'প্রার্থনা' কবিতটি কবি কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। কবি এই কবিতায় আল্লাহর অপার মহিমার কথা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর অসীম রহমত কামনা করেছেন। 'দুরন্ত আশা' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলস্য ভীরুতা ইত্যাদি ত্যাগ করে সাহসিকতা এবং সংগ্রামের পথ বেছে নেবার আকাঙক্ষা ব্যক্ত করেছেন। 'অভিযান' কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম তরূণ এবং নবীনদের জয়গান গেয়েছেন। সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নব জীবনের পথে অভিযান পরিচালনা করার জন্যে তিনি নবীনদেরকে আহবান জানিয়েছেন। 'খাটি সোনা' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি বাংলাদেশের শান্ত স্নিগ্ধ মোহনীয় রূপের বর্ণনা করেছেন। কবিতায় মাতৃভূমির প্রতি কবির অপার ভালবাসা ব্যক্ত হয়েছে। 'রূপাই' কবিতাটিতে কবি জসীম উদ্দীন আমাদের চির পরিচিত গ্রামীণ পটভূমিতে রাখাল ছেলে রূপাই এর একটি অনবদ্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা সবাই আনন্দ চাই, সুখ চাই। 'আনন্দ' কবিতায় কবি আহসান হাবিব সেই আনন্দের উৎসমূল খুঁজতে চেয়েছেন। 'বাবরের মহত্ত্ব' কবিতায় কবি কালিদাস রায় মোঘল সম্রাট বাবরের মহত্ত্ব, মহৎ আদর্শ এবং মানবিক মূল্যবোধ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'তরু' কবিতায় মানুষের অহংকারী মনোভাবকে নিন্দা করেছেন। তিনি মানুষকে ফলভারে নত গাছের মত নিরহংকারী হবার আহবান জানিয়েছেন। 'নওল কিশোর' কবিতায় কবি কিশোরদেরকে কল্যাণের পথে কাজ করার জন্যে

এগিয়ে যেতে বলেছেন। ধান বাংলাদেশের প্রধান ফসল। 'ধানের কবিতা' কবিতায় কবি ফররুখ আহমদ ধানের বিচিত্র নাম, কৃষক পরিবারে ধানের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

'পণ্ডশ্রম' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান বলতে চেয়েছেন যে, গুজবে কান দিতে নেই। কোন কাজ করবার আগে সত্যাসত্য আগে থেকেই যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। 'একুশের কবিতা' কবি আল মাহমুদ একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের স্মরণে কবিতাটি রচনা করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে আমাদের প্রকৃতিতে, আমাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে আছে, সে কথাই এই কবিতাটিতে বিধৃত হয়েছে। 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাস রূপসী বাংলার শাশ্বত রূপ তুলে ধরে মাতৃভূমির প্রতি তার গভীর ভালবাসাকে ব্যক্ত করেছেন। 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় কবি পল্লী প্রকৃতির এক মনোমুগ্ধকর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতাটি কবি আশরাফ সিদ্দিকীর 'কাগজের নৌকা' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ-

ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নাম "চারুপাঠ", ১২৩ পৃষ্ঠায় লেখা ১৬টি গদ্য ও ১৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে এতে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের রীতিনীতি নিয়ম নির্দেশ অনুসরণ করে বইটি লেখা হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নাম 'সপ্তবর্ণা', ১৫২ পৃষ্ঠায় লেখা ১৫টি গদ্য ও ১৬টি কবিতা এই বইটিতে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের রীতিনীতি নিয়ম নির্দেশ অনুসরণ করে এ্ বইটি লেখা হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নাম "সাহিত্য কণিকা", ১৫০ পৃষ্ঠা, ১৬টি গদ্য ও ১৪টি কবিতা বইটিতে স্থান পেয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সকল রীতি নীতি ও নিয়ম কানুন অনুসরণ করে এই বইটিও লেখা হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যা শেখে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে। এ পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজের দক্ষতা যোগ্যতা, সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ বিকাশ এবং যথার্থ প্রয়োগ শিক্ষার্থীরা যাতে করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে বই দুটির বিষয়বস্তু গদ্য, কবিতা সংযোজন করা হয়েছে। খ্যাতিমান লেখক ও কবিদের লেখা ও কবিতা থেকে শিক্ষার্থীরা দেশ-প্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় সামাজিক, মানবিক গুণাবলী ও মূল্যবোধ জাগ্রত হবে এটাই শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য। এই বই তিনটিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য যথাযথ ভাবে প্রতি ফলিত হয়েছে। গদ্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলাদেশ, প্রকৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতা, শারীরিক পরিশ্রম, সময়ের মূল্য ঐতিহাসিক ঘটনা, পাঠাগার ইত্যাদি। একটি নাটিকাও সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের গদ্যাংশে সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বর্তমানে প্রচলিত ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক চারুপাঠ গদ্য ও কবিতাসমূহ লেখকের ও কবির নামসহ তালিকা নিম্নে তুলে দেয়া হল।

গদ্য		লেখকের নাম	কবিতা		কবির নাম
১	আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ	-	১	জন্মেছি এই দেশে	সুফিয়া কামাল
২	সততার পুরস্কার	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	২	পরিচয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩	রক্তেলেখা মুক্তিযুদ্ধ	সাহিদা বেগম	৩	ওদের জন্য মমতা	কাজী নজরুল ইসলাম
৪	নতুনদা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪	বাংলা ভাষা	জসীম উদ্‌দীন
৫	মাদার তেরেসা	সন্‌জীদা খাতুন	৫	সুখ	কামিনী রায়
৬	সাগর জলের নানা প্রাণী	আবদুল্লাহ আল-মুতী	৬	সকাল	হাবীবুর রহমান
৭	নীলনদ আর পিরামিডের দেশ	সৈয়দ মুজতবা আলী	৭	প্রিয় স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান
৮	একসূত্রে	শওকত ওসমান	৮	ঠিকানা	আতোয়ার রহমান
৯	জানা-অজানার সুন্দরবন	এ.এফ.এম আবদুল জলীল	৯	মৈত্রী	আবদুল কাদির
১০	মহাকবি আলাওল	সিকান্দার আবু জাফর	১০	নোলক	আল মাহমুদ
১১	পাখিদের নিয়ে	আলী ইমাম	১১	জীবনের হিসাব	সুকুমার রায়
১২	পায়ের নিচে এভারেস্ট	সেজান মাহমুদ	১২	মানুষ জাতি	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩	মহান বিজ্ঞানী জগদীশ	বন্দে আলী মিয়া	১৩	হে কিশোর, শোনো	মহাদেব সাহা
১৪	জীবনের জন্য	মোহাম্মদ লুৎফর রহমান			
১৫	গ্যাব্রোভোবাসীর রস-রসকতা	মুহম্মদ এনামূল হক			
১৬	ইলেকট্রনিক্স-এর জাদুর ছোঁয়ায়	মাহবুবুল হক			

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বর্তমানে প্রচলিত সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক সপ্তবর্ণার গদ্য ও কবিতা সমূহ লেখকের ও কবির নামসহ তালিকা নিম্নে তুলে দেয়া হল।

গদ্য	লেখকের নাম	কবিতা	কবির নাম

১	রূপসী বাংলাদেশ	মঞ্জুশ্রী চৌধুরী	১	জন্মভূমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২	মরু ভাস্কর	হাবীবুল্লাহ বাহার	২	প্রতিদান	জসীম উদ্দীন
৩	সময়ের হৃৎপিন্ড	আলাউদ্দিন আল আজাদ	৩	আমরা কিশোর	সুর্নিমল বসু
৪	শারীরিক পরিশ্রম	মোহাম্মদ লুৎফর রহমান	৪	কুলি মজুর	কাজী নজরুল ইসলাম
৫	লন্ডনের যাদুঘর	মুহাম্মদ আব্দুল হাই	৫	আনন্দ	সুকুমার রায়
৬	ইনসানিয়াত	সুনীতি কুমার চট্টোপধ্যায়	৬	স্মৃতি সৌধ	ফয়েজ আহমদ
৭	লাইব্রেরী	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	৭	রসাল ও স্বর্ণলতিকা	মাইকেল মুধুসূদন দত্ত
৮	ভাঙ্গা কুলা	ইবরাহীম খাঁ	৮	সন্ধ্যা	শাহাদৎ হোসেন
৯	সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৯	বৃষ্টি	ফররূখ আহমদ
১০	মুকুট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০	একটি পাখী	শামসুন রহমান
১১	মহাবন আমাজান	নওযাজেশ আহমেদ	১১	ছিন্ন মুকুল	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
১২	ডাক-হরকরা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	আমরা এ দেশে	মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
১৩	কলে গড়া নকল মানুষ	মাহবুবুল হক	১৩	মানুষের সেবা	আবদুল কাদির
১৪	আকাশ জয়ের কাহিনী		১৪	মানা	সিকান্দার আবু জাফর
১৫	হাতে নিয়ে আলোক বর্তিকা		১৫	নন্দলাল	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
১৬	একটি অনন্য পূরাকীর্তি	আ.কা.মো. যাকারিয়া	১৬	ভালবাসার জন্য	যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক "সাহিত্য কণিকা"র গদ্য ও কবিতাসমূহ লেখক ও কবির নামসহ তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

	গদ্য	লেখকের নাম		কবিতা	কবির নাম
১	বাংলাভাষার জন্ম কথা	হুমায়ূন আজাদ	১	প্রার্থনা	কায়কোবাদ
২	আমাদের লোকশিল্প	কামরুল হাসান	২	দূরন্ত আশা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩	মহত্ত্বের শক্তি	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	৩	অভিযান	কাজী নজরুল ইসলাম
৪	সুন্দর ব্যবহার	রাজিয়া মাহবুব	৪	খাঁটি সোনা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গদ্য		লেখকের নাম	কবিতা		কবির নাম
৫	রাজা	এস. ওয়াজেদ আলী	৫	রূপাই	জসীম উদ্দীন
৬	তারার দেশের হাতছানি	আবদুল্লাহ আল মুতী	৬	আনন্দ	আহসান হাবীব
৭	কম্পিউটারের কথা	এ.এম.হারুন-অর রশীদ	৭	বাবুরের মহত্ত্ব	কালিদাস রায়
৮	ফুলের মেলা	মুহাম্মদ আবদুল হাই	৮	তরু	কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার
৯	ভাষা ও শিক্ষা	আবুল মনসুর আহমদ	৯	নওল কিশোর	সুফিয়া কামাল
১০	জোঁক	আবু ইসহাক	১০	ঋণের কবিতা	ফররুখ আহমদ
১১	আলো চাই	মাহবুবুল আলম	১১	পরিশ্রম	শামসুর রহমান
১২	জীবন ও কাজ	মোহাম্মদ লুৎফর রহমান	১২	একুশের কবিতা	আল মাহমুদ
১৩	রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ	সুব্রত বড়ুয়া	১৩	আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাস
১৪	স্বাধীনতার পথে স্মরণীয় যাঁরা শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক	ড. সাঈদুর রহমান	১৪	নিমন্ত্রণ	আশরাফ সিদ্দিকী
	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী				
১৫	মানুষের গল্প	কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ			
১৬	খ্যাতির বিড়ম্বনা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর			

প্রচ্ছদ, আকার, অঙ্গসজ্জা, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ভাষা, বানানরীতি

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তকটির নাম সপ্তবর্ণা, বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২, বইটির আকার ডিমাই $\frac{1}{4}$। বইটির প্রতিটি গদ্য ও কবিতার সংশ্লিষ্ট চিত্র অংকন করা আছে। ভালো কালি ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু রঙিন কাগজও ব্যবহার করা হয়েছে। বইটিতে মনো-১২ পয়েন্ট টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। কমল ও হালকা সবুজ রং ব্যবহার করে প্রচ্ছদটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তকটির নাম 'সাহিত্য কণিকা' এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫০, বইটির আকার ডিমাই $\frac{1}{4}$ । বইটির অঙ্গসজ্জা করা হয়েছে বিষয় সংশ্লিষ্ট চিত্র দিয়ে। বইটিতে মনো-১২ পয়েন্ট টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচ্ছদে নীল এবং বেগুনী রং ব্যবহার করে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করা হয়েছে।

বই দুটিতে চলিত ভাষা রীতি ব্যবহার করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রমের নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে। কিছু গদ্য ও কবিতা ব্যতিক্রম আছে। খ্যাতিমান লেখক ও কবিদের কোন কোন লেখায় সাধু ভাষার ব্যবহার আছে। বানানের ক্ষেত্রে জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ড এর নিয়ম মেনে বিষয়বস্তু রচনা করা হয়েছে। বই বাঁধাই মোটামুটি শক্ত হয়েছে কিন্তু কাগজ আরও ভালো হলে শিক্ষার্থীদের পুস্তক ব্যবহারের আরও সুবিধা হতো। সব মিলিয়ে বর্তমানে প্রচলিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বইগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক হলো পাঠদানের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ; সেদিক থেকে বাংলা পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষা শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে এ কথা অনস্বীকার্য।

মূল্যায়নঃ

১। পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা পাঠ্যপুস্তকের মান নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- বিষয়টির উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

২। নিম্ন মাধ্যমিক যে কোন বাংলা পাঠ্যপুস্তকের গঠন মূলক পর্যালোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

প্রচ্ছদ, বইয়ের আকার/মাপ, পৃষ্ঠা সংখ্যা, অঙ্গসজ্জা, বানান রীতি, মুদ্রণ, বিষয়বস্তু, ইত্যাদি।

পর্ব-২

সূচিপত্র (৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা বই)

ক্রম.	গদ্য	লেখক	ক্রম.	কবিতা	লেখক
০১	আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ	-	০১	জন্মেছি এই দেশে	সুফিয়া কামাল
০২	সততার পুরস্কার	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	০২	পরিচয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
০৩	রক্তেলেখা মুক্তিযুদ্ধ	সাহিদা বেগম	০৩	ওদের জন্য মমতা	কাজী নজরুল ইসলাম
০৪	নতুন দা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	০৪	বাংলা ভাষা	জসীম উদ্‌দীন
০৫	মাদার তেরেসা	সন্‌জীদা খাতুন	০৫	সুখ	কামিনী রায়
০৬	সাগর জলের নানা প্রাণী	আবদুল্লাহ আল-মুতী	০৬	সকাল	হাবীবুর রহমান

ক্রম.	গদ্য	লেখক	ক্রম.	কবিতা	লেখক
০৭	নীলনদ আর পিরামিডের দেশ	সৈয়দ মুজতবা আলী	০৭	প্রিয় স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান
০৮	একসূত্রে	শওকত ওসমান	০৮	ঠিকানা	আতোয়ার রহমান
০৯	জানা-অজানার সুন্দরবন	এ.এফ.এম. আবদুল জলীল	০৯	মৈত্রী	আবদুল কাদির
১০	মহাকবি আলাওল	সিকান্দার আবু জাফর	১০	নোলক	আল মাহমুদ
১১	পাখিদের নিয়ে	আলী ইমাম	১১	জীবনের হিসাব	সুকুমার রায়
১২	পায়ের নিচে এভারেস্ট	সেজান মাহমুদ	১২	মানুষ জাতি	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩	মহান বিজ্ঞানী জগদীশ	বন্দে আলী মিয়া	১৩	হে কিশোর, শোনো	মহাদেব সাহা
১৪	জীবনের জন্য	মোহাম্মদ লুৎফর রহমান			
১৫	গ্যাব্রোভোবাসীর রস-রসিকতা	মুহম্মদ এনামুল হক			
১৬	ইলেকট্রনিক্স-এর জাদুর ছোঁয়ায়	মাহবুবুল হক			

পর্ব-৩

তথ্যসমূহ	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
পাঠ্যপুস্তকের নাম	চারুপাঠ	সপ্তবর্ণা	সাহিত্য কণিকা
পৃষ্ঠা সংখ্যা	১২৩	১৫২	১৫০
প্রচ্ছদ	মাঝে হলুদ, উপর ও নিচে গাঢ় মেজেন্টা রং	উপর নিচে সবুজ ও মাঝে কমলা	নীল ও বেগুনী রং
কাগজ	সাদা ও কিছু রঙিন। মান ততটা উন্নত নয়	সাদা ও কিছু রঙিন মান ততটা উন্নত নয়	সাদা ও কিছু রঙিন উন্নত মানের নয়
গদ্য সংখ্যা	১৬	১৬	১৮
কবিতা	১৩	১৬	১৪
বানান রীতি	NCTB বানানরীতি	NCTB বানানরীতি	NCTB বানানরীতি
টাইপ/বর্ণের আকার	মনো-১২	মনো-১২	মনো-১২

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৬**

মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (নবম-দশম শ্রেণী)

শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয় পাঠ্যসূচির দ্বারা, আর পাঠ্যসূচির অনুসরণে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। সুতরাং পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক একটি অবিচ্ছিন্ন সংশ্রয় বা প্রক্রিয়া। মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করেই মানসম্পন্ন শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন হতে পারে। এ অধিবেশনে আমরা নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবেন।
- নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের রচনার বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের আকার, প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা, বানানরীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন' শিরোনামে গদ্য ও কবিতার জন্য দুটি পৃথক পৃথক পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। বই দুটির বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও বিন্যাসের ক্ষেত্রেও শিক্ষাক্রমের বিশেষ নীতি নির্দেশ মেনে বলা হয়েছে। 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য' শিরোনামের পাঠ্যপুস্তকে মোট ত্রিশটি গদ্য এবং 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন কবিতা' পাঠ্যপুস্তকে পনেরটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এসব গদ্য ও কবিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে কয়েকটি ভাববস্তু তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- দেশপ্রেম, মানবিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি। সংকলিত রচনাসমূহে সাথে অনুশীলনী কাজে কবি পরিচিতি, শব্দার্থ, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার আসুন নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা গদ্য ও কবিতা সংকলন মনোযোগ দিয়ে একবার দেখি এবং সংকলিত রচনাগুলো দেখে আরও কয়েকটি ভাববস্তু নিচের কলামদ্বয় অনুসরণে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করি–

ভাববস্তু (গদ্য)	ভাববস্তু (কবিতা)

পর্ব-২ : নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা গদ্য ও কবিতার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

নবম শ্রেণীর গদ্য সংকলনে সংকলিত গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে রচনার শিল্পগুণ - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব ক্ষমা - মীর মশাররফ হোসেন, ছুটি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বইপড়া - প্রমথ চৌধুরী, মহেশ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জাগো গো ভগিনী - বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, পল্লী সাহিত্য - মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, উদ্যম ও পরিশ্রম - মোহাম্মদ লুতফর রহমান, মানুষ মুহাম্মদ (সা.) - মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, দুরন্ত পথিক - কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা নববর্ষ - মুহাম্মদ এনামুল হক, শিক্ষা ও মনুষত্ব - মোতাহার হোসেন চৌধুরী, রসগোল্লা - সৈয়দ মুজতবা আলী, পারী - অন্নদাশংকর রায়, মহাপতঙ্গ - আবু ইসহাক।

কবিতা সংকলনের সংকলিত কবিতাগুলোর শিরোনাম হল বঙ্গবাণী, কপোতাক্ষ নদ, বাংলা আমার, বৃক্ষ, জীবন বিনিময়, উমর ফারুক, পল্লীবর্ষা, জয়যাত্রা, অভিযাত্রিক, পূর্বাশার আলো, সাত সাগরের মাঝি, দুর্মর, স্বাধীনতা তুমি, তিতাস, শহীদ স্মরণে।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকদ্বয় পড়ুন এবং নিম্নলিখিত রচনাগুলো মূল বিষয়বস্তু / মূলবক্তব্য সম্পর্কে একটি করে লাইন লিখুন:

রচনার নাম	বিষয়বস্তু / মূলবক্তব্য
১. রচনার শিল্পগুণ	১.
২. জাগো গো ভগিনী	২.
৩. লাইব্রেরী	৩.
৪. পল্লীসাহিত্য	৪.
৫. উদ্যম ও পরিশ্রম	৫.
৬. বঙ্গবাণী	৬.
৭. বৃক্ষ	৭.
৮. পল্লীবর্ষা	৮.
৯. কপোতাক্ষ	৯
১০. স্বাধীনতা তুমি	১০.

পর্ব-৩ : পাঠ্যপুস্তকের আকার, প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা, বানানরীতি

গদ্যের বইটির প্রচ্ছদ খয়েরী এবং নীল রং ব্যবহার করে উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় করার চেষ্টা রয়েছে। কবিতার বইটিতে হালকা হলুদ ও নীল রং ব্যবহার করা হয়েছে। গদ্যের বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৮, কবিতার বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৪। বই দুটির আকার ডিমাই $\frac{১}{২}$ । বই দুটি মনো-১২ পয়েন্টে টাইপ করে মুদ্রিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কবিতা এবং বিষয়বস্তুর শেষে অনুশীলনীমূলক কাজ রাখা হয়েছে। বইটির শক্ত এবং সুন্দর বাঁধাই হয়েছে।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (নবম-দশম শ্রেণী)

নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুককে গদ্য ও কবিতা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১। মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য, ২। মাধ্যমিক বাংলা সংকলন কবিতা। গদ্য সংকলনে বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে প্রবন্ধ, গল্প সবই স্থান পেয়েছে এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির নির্দেশক্রমে বাংলা ভাষাও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা রক্ষা করা হয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক কবি ও সাহিত্যিকদের শিল্পগুণ সম্পন্ন রচনা, গল্প, কবিতা শিক্ষার্থীদের ভাষাগত কলাকৌশল এবং শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি গদ্য ও কবিতাগুলো নির্বাচন করেছেন। বিষয় নির্বাচনের ভিত্তিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

গদ্যের ক্ষেত্রে-

১। গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।
২। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত, শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা।
৩। বিশিষ্ট লেখকদের রচনাশৈলী, ভাব, ভাষা।
৪। বাংলা বানানরীতির সাধারণ নীতিমালা ।
৫। সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক--প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্য রচনা
৬। ভাষা ও সাহিত্যের দক্ষতা অর্জনের প্রেক্ষিতসমূহ।
৭। লেখকের পরিচিতি।
৮। শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতা।

কবিতার ক্ষেত্রে-

১। বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ।
২। যুগের ধারাবাহিকতা।
৩। যুগ ও কাল অনুসারে ভাষার রূপ ও রীতি।
৪। কবি পরিচিতি।
৫। কবিতা পাঠে ও লেখায় দক্ষতা অর্জন ।
৬। বাংলা কবিতার আধুনিক ও প্রাচীনতম রূপ ।
৭। শব্দ বিন্যাস রীতি।
৮। ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামো।

নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক দুটির নাম

১। মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য

২। মাধ্যমিক বাংলা সংকলন কবিতা।

মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য পাঠ্যসূচিভুক্ত রচনাগুলো হলো-

রচনার শিল্পগুণ, অপূর্ব ক্ষমা, ছুটি, বইপড়া, মহেশ, জাগো গো ভগিনী, পল্লীসাহিত্য, উদ্যম ও পরিশ্রম, মানুষ মুহম্মদ (সা.), দুরন্ত পথিক, বাংলা নববর্ষ, শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব, রসগোল্লা, পারী ও মহাপতঙ্গ।

মাধ্যমিক বাংলা সংকলন কবিতা পাঠ্যসূচিভুক্ত কবিতাসমূহ হলো -

বঙ্গবাণী, কপোতাক্ষ নদ, বাংলা আমার বৃক্ষ, জীবন বিনিময়, উমর ফারুক, পল্লীবর্ষা, জয়যাত্রা, অভিযাত্রিক, পূর্বাশার আলো, সাত সাগরের মাঝি, দুর্মর, স্বাধীনতা তুমি, তিতাস, শহীদ স্মরণে।

সংকলিত রচনাসমূহের ভেতর দিয়ে মাতৃভাষা বাংলা, বাংলা সাহিত্য, বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য, ধর্মীয় ব্যক্তিদের মহৎ জীবন, দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও মানবিকতা, শিক্ষা ও সভ্যতা, জনসংখ্যা পরিবেশ, পল্লী প্রকৃতি, যৌবন ও তারুণ্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

গদ্যের বইটিতে খয়েরী এবং নীল ব্যবহার করা হয়েছে প্রচ্ছদে। কবিতার বইটিতে হালকা হলুদ ও নীল রং ব্যবহার করা হয়েছে প্রচ্ছদে। গদ্যের বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৮ এবং কবিতার বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৪। বই দুটির আকার ডিমাই $\frac{1}{4}$। বই দুটি মনো-১২ পয়েন্টে টাইপ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কবিতা ও গদ্যাংশের শেষে অনুশীলনীমূলক কাজ রাখা হয়েছে। কবি লেখকদের পরিচিতি সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া আছে। চলিত ভাষারীতি ব্যবহার করা হয়েছে। কবিতা ও বিশিষ্ট লেখকের লেখায় এর ব্যতিক্রম রয়েছে (সাধু ভাষা অক্ষুণ্ন আছে)। যুগ এবং কালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা সবই সাজানো হয়েছে। অঙ্গসজ্জায় কোন রকম চিত্র অংকন না করে মাধ্যমিক স্তরের মান অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে বই দুটি বর্তমানে প্রচলিত বাংলা পাঠ্য বই হিসেবে উচ্চমানের বলা চলে।

মূল্যায়নঃ

১. শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন।

২. নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকদ্বয়ের ভাববস্তু ও বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।

৩. নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকদ্বয়ের অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ, বানানরীতি সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

ভাববস্তু (গদ্য)
নৈতিকতা
ইতিহাস ঐতিহ্য
শিক্ষা ও সভ্যতা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মানুষ ও প্রকৃতি
জনসংখ্যা পরিবেশ
শ্রমের মর্যাদা

ভাববস্তু (কবিতা)
নিসর্গ প্রীতি
মহৎ জীবন
যৌবনের বন্দনা
ভাষা ও সাহিত্য
স্নেহমমতা
সংকল্প উদ্দীপনা
স্বাধীনতা

পর্ব-২

রচনার নাম	বিষয়বস্তু / মূলবক্তব্য
১. রচনার শিল্পগুণ	১. একটি উৎকৃষ্ট রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা।
২. জাগো গো ভগিনী	২. নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
৩. লাইব্রেরী	৩. লাইব্রেরীর গুরুত্ব।
৪. পল্লীসাহিত্য	৪. পল্লীসাহিত্যের গৌরব।
৫. উদ্যম ও পরিশ্রম	৫. যুবকের স্বনির্ভর হওয়ার আবেদন।
৬. বঙ্গবাণী	৬. মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা।
৭. বৃক্ষ	৭. বৃক্ষের প্রতি মমত্ববোধ।
৮. পল্লীবর্ষা	৮. পল্লীর রূপ বর্ণনা।
৯. কপোতাক্ষ	৯. কবির শৈশব স্মৃতি।
১০. স্বাধীনতা তুমি	১০. কবির স্বাধীনতার চেতনা।

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৭**

বাংলা শিক্ষকের গুণাবলি

শিক্ষকের কিছু গুণ সাধারণ হয়ে থাকে, সকল শিক্ষকের মধ্যেই সেগুলোর কম-বেশি থাকতে হয়। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলার শিক্ষকের বিশেষ কতিপয় গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। ভাষা যেহেতু দৈনন্দিন বিষয় থেকে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং চিন্তা ও মননে ব্যাপৃত সেহেতু এক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক পরিবৃত্তি নিবিড় হওয়া প্রয়োজন।

একথা যদিও কিছুটা সত্যি যে শিক্ষকের গুণাবলি বা বিশেষ করে বাংলা শিক্ষকের গুণাবলি অনেকে ক্ষেত্রেই সহজাত প্রতিভা-সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সুপ্রশিক্ষণে এরূপ মানবীয় গুণাবলির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন মৌলিক কিছু শিক্ষকসুলভ কৌশল ও গূঢ়তথ্য জ্ঞাত হওয়া এবং সেটা জরুরি।

এই ইউনিটের পর্বগুলো নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং অনুসরণ ও অনুশীলন করে আপনিও কথিত গুণাবলির উন্নয়ন ও আয়ত্তীকরণ ঘটাতে পারেন।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেবার আগ্রহের কারণ চিহ্নিত করা।
- শিক্ষকতা পেশার ইতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করা।
- আদর্শ বাংলা শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধগত যোগ্যতা ও গুণাবলি শনাক্ত করা। আদর্শ বাংলা শিক্ষকের গুণাবলি অর্জনের পন্থা/কৌশল নির্ধারণ করা।

পর্বসমূহ

পর্ব-১: শিক্ষকতা পেশা নির্বাচনের কারণ

শিক্ষকতা পেশা নির্বাচনের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তবে আপনি যদি বিশেষ করে বাংলা বিষয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভাবেন তবে হয়তো দেখতে পাবেন যে, শিক্ষার্থী-থাকা-কালে বাংলার কোনো শিক্ষকের সার্বিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাদান আপনার এবং অন্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলেছিল, প্রভাব বিস্তার করেছিল এমন ভাবে যাতে স্কুল জীবন থেকে বাংলা-শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অথবা বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতি নিজের একাত্ম অনুভূতি থেকে, সাধারণ বাংলা-শিক্ষমান শিক্ষার্থী সকলকে

শুদ্ধ-সুন্দর বাংলা শিক্ষাদানের মানসেও হয়তো এমনি পেশাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আর স্নাতক পর্যায়ে যদি বাংলা বিষয়ে আপনার বিশেষ পঠন-পাঠন ঘটে থাকে তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এরকম শিক্ষকতা পেশায় আসা হবে।

এখন আপনি নিজ থেকে ভেবে দেখুন : উপরিউক্ত প্রকার পেশা নির্বাচনে আর কী বা কী-কী কারণ থাকতে পারে। নিচের সম্ভাব্যতা গুলোও এই সঙ্গে বিবেচনা করতে পারেন।

- পেশাগত সুবিধা
- ব্যক্তিগত সুবিধা
- সমমনা ও আন্তরিক সহকর্মী লাভ
- অনুকূল কর্ম পরিবেশ
- অন্যান্য

আসুন, এবার নিচের ছক-অনুযায়ী এই পর্বের গ্রাহ্য দিকগুলো লিপিবদ্ধ করি :

১. শিক্ষকতা পেশা নির্বাচনের পেছনে কি
একটি মাত্র কারণই থাকে ?

২. বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতাকে
পেশা হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে প্রধানত কোন-রূপ
কার্যকারণকে চিহ্নিত করা যায় ?

৩. পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় বাংলার শিক্ষকের কি
এক প্রকার আত্মতৃপ্তি কাজ করে ?

৪. অন্য কারণ যা-ই হোক মাতৃভাষার প্রতি অনুভূতি এবং এই ভাষার
লালিত্য-আকর্ষণ কি সার্বিক ভাবে পেশা নির্বাচনে প্রভাব ফেলে ?

পর্ব-২ : শিক্ষকতা পেশার ইতিবাচক দিক

অন্য অনেক পেশার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই এই পেশায় এসে থাকেন। ঘটনাক্রমে শিক্ষকতায়-আসা এবং বাংলা বিষয়ে শিক্ষাদানেও সম্পৃক্ততা ঘটে। কিন্তু পূর্ব-অনুমানে বা পেশায় সংশ্লিষ্টতার পর এর ইতিবাচক দিকগুলো আবিষ্কার করা যায়। এই পর্বে সে সম্পর্কে আপনার চিন্তা-ভাবনার সুনিয়মিতি ঘটতে পারে।

সুচিন্তন : এই পেশার ইতিবাচক দিকগুলো বাংলা শিক্ষকের গুণাবলির অনুষঙ্গে আপনি নিচের মত করে ভাবতে পারেন। পেশার ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে যদি শিক্ষক অনুধাবন করেন তবে তাঁর গুণাবলি অর্জনে ও বিকাশে তিনি অধিকতর যত্নবান হতে পারবেন। বিবেচনা করুন এই রকম চিন্তনসমূহ :

△এটি সম্মানজনক পেশা;

△ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে সুশিক্ষাদানের সুযোগ (সকলেরই বাংলা পাঠ আবশ্যিক বিধায়) নিজের লেখা-লেখির আগ্রহ বা ঝোঁক থাকলে তার চর্চা ও বিকাশে সম্পূরকতা লাভ;

△ অন্যান্য।

আসুন, এখন নিচের (প্যাটার্নটি) পূর্ণ করা যাক :

১,	আমার বাংলা পড়তে ও পড়াতে ভাল লাগে। কতটুকু ? ----২০%, ----৫০%, -----৭০%
২.	যতই শেখাতে যাই, প্রতিনিয়ত নিজেও ততই নতুন করে শিখি ।------২০%, -------৫০%, --- ৭০% এর বেশি।
৩.	বাংলা ভাষার সৌন্দর্য, খুঁটিনাটি এবং বৈভব -- যেগুলো আমি আগে খেয়াল করতাম কম তা ক্রমেই স্পষ্ট হয় । ----১০%, ----৪০%, ---- ৮০% -এর বেশি।
৪.	আরো কিছু ইতিবাচক দিক আছে যা আগে ভাবা হয় নি; আপনার পছন্দের ক্রম-অনুযায়ী এগুলোকে সাজান : ক.----------খ.----------গ.----------ঘ.---------- *বিবেচনায় নিতে পারেন :* সামাজিক স্বীকৃত-সম্মান, ভবিষ্যত প্রজন্মকে তৈরি করা, মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ, শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাবোধ ও প্রাণচাঞ্চল্য, চিত্তাকর্ষক সৃজনশীলতা, সাহিত্য-সংস্কৃতির সংশ্লিষ্টতা।

পর্ব-৩ : বাংলা শিক্ষকের যোগ্যতা

বাংলা শিক্ষকের যোগ্যতা সম্পর্কে নিয়োগকারী অথবা বিশেষজ্ঞগণ সাধারণ একটা 'মান' উল্লেখ করে দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়, নিছক শিক্ষাগত যোগ্যতা বা এক/একাধিক ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। মূলত মৌলিক জ্ঞান, ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগ দক্ষতার সঙ্গে মূল্যবোধও এই শিক্ষকের সার্বিক যোগ্যতার সমভিব্যাহার বিশেষ।

এবার ভেবে বলুন, নিচের কোনটির সঙ্গে কোনটি সংশ্লিষ্ট :

১. দক্ষতা	ক. শিক্ষক যা জানেন।	১ →
২. জ্ঞান	খ. শিক্ষক যা ভাবেন।	২ →
৩. মূল্যবোধ	গ. শিক্ষক যা করেন।	৩ →

আর কিছু কি লিখতে পারেন যা এসম্পর্কে আপনার মৌলিক চিন্তার প্রকাশ বলে বিবেচিত হতে পারে ? যথা -

- শিক্ষার্থীর সমস্যা অনুধাবন
- বিষয়জ্ঞান
- সু-ব্যবস্থাপনা
- শ্রেণী ব্যবস্থাপনা
- নিয়মানুবর্তিতা
- শিল্পবোধ
- সৃষ্টিশীলতা

?

?

?

?

পর্ব-৪ : যোগ্যতা অর্জনের পন্থা

যোগ্যতা অর্জন কোনো ভাবে রাতারাতি ঘটতে পারে না। এটি দীর্ঘ মেয়াদী, চলমান প্রক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট এবং ধৈর্য ও একাগ্রতা সাপেক্ষ। যোগ্যতা স্বনির্ধারণীও নয়, বরং তা পরীক্ষণ ও পুনঃপরীক্ষা করানো সাপেক্ষ বটে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে নিজেকে যাচাই করে নেয়া (নিজের দুর্বলতা আবিষ্কারের) এবং চেষ্টা ও ভ্রমের মধ্য দিয়েই উত্তরণের চেষ্টার।

এখন ভাবুন, নিজের মতো করে :

ক.	যোগ্যতার ব্যাপারটি মাত্রাগত, প্রকরণগত, নাকি অন্য কোনো মাত্রিক ?
খ.	কী করলে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ? -- নিয়মিত অনুশীলন, সফল ব্যক্তিদের উদাহরণকে পর্যালোচনা ও তা থেকে নিজের পন্থা ও কৌশল নির্ধারণ।
গ.	সময়ে-সময়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ। -- কোন প্রকার পন্থা কার্যকর ?

ঘ.	বিভিন্ন মিডিয়া ও উপস্থাপন-কৌশল ব্যবহার ? --- দৃশ্য-শ্রব্য (audio-visual) কৌশল, প্রশ্নোত্তর ও নাট্যাভিনয় কৌশল, নিজে অভিনেতার মত সিকোয়েন্স তৈরি করা (improvisation)।

পাঠান্তে নিজের জন্য এখানে নোট করুন :

ইউনিট-১ **অধিবেশন-৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলা শিক্ষকের গুণাবলি

বিশেষ গুণ :

- শিক্ষকতা একটি শিল্পকর্ম। প্রত্যেক শিক্ষকই এক একজন শিল্পী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষককে হতে হবে সুনিপুণ শিল্পী। তিনি হবেন শিল্প সচেতন ও সুকুমার মনের অধিকারী। তাঁর থাকবে আকষর্ণীয় ব্যক্তিত্ব, উৎকৃষ্ট বাচনভঙ্গি, শুদ্ধ উচ্চারণ ও বাক-কৌশলের প্রক্ষেপণ ক্ষমতা। বক্তৃতা, পাঠ, আবৃত্তি, সংলাপ, উচ্চারণে তার থাকবে শিল্পদক্ষতা। শিক্ষকের এই গুণাবলি শিক্ষার্থীদের যেমন উদ্দীপিত, উচ্ছ্বসিত করবে তেমনি প্রভাবিত করবে প্রচণ্ডভাবে। এই প্রভাবে শিক্ষার্থীরা ভাষা ও সাহিত্য পাঠে এবং চর্চায় ও প্রয়োগে হবে আগ্রহী। এই সকল গুণে গুণান্বিত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর মনে বাংলা শিক্ষকের আসনটি হবে উচ্চ ও চিরস্থায়ী।

- বাংলা শিক্ষককে হতে হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী। তিনি সৃজনশীল পাঠে অভ্যস্ত হবেন। চিরায়ত, আধুনিক ও সমকালীন সাহিত্য সর্ম্পকে তাঁর ধারণা থাকতে হবে। এ জন্য তাঁকে নিয়মিত সৃজনশীল সাহিত্য, সংবাদপত্র, সাময়িকী ও লিটল ম্যাগাজিন পড়তে হবে। তাঁকে লাইব্রেরি ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে; তাহলে তিনি শিক্ষার্থীদেরকেও এ কাজে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত করতে পারবেন।

- বাংলা শিক্ষকের থাকবে গভীর ও সুস্পষ্ট বিষয়জ্ঞান। যে শ্রেণীতে যে বিষয়ে তিনি পড়াবেন সে সর্ম্পকে তাঁকে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে হবে। বিষয়টি সর্ম্পকে তার যথাযথ জ্ঞান থাকলেই তিনি বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদেরকে সুষ্ঠুভাবে শেখাতে সক্ষম হবেন। এ জন্য প্রতিদিন শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার পূর্বে তিনি যথাযথ 'পূর্বপ্রস্তুতি' গ্রহণ করবেন।

- একজন বাংলা শিক্ষকের শুধু নিজ বিষয়ের জ্ঞান থাকলে হবে না, তাঁকে তাঁর বিষয়ের বাইরেও জানতে হবে। তাঁকে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও চলবে না। তিনি যত বিচিত্র বিষয়ে জানবেন তাঁর উপস্থাপনাও তত সমৃদ্ধ হবে।

- একজন বাংলা শিক্ষকের প্রতি-তুলনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একটি নির্দিষ্ট-পাঠ পাঠদানের সময় ঐ পাঠটির সমধর্মী অন্য পাঠের তুলনা করতে জানতে হবে। পাঠ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য পাঠের তুলনার ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিখনীয় বিষয়টি অনুধাবন সহজ হবে।

- বাংলা শিক্ষকের সাহিত্যের রীতিগত সংরূপের কৌশলগুলো সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। যেমন: উপন্যাসের ক্ষেত্রে চরিত্র ও চরিত্রায়ন-পদ্ধতি, দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যারীতি; কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ, উপমা, প্রতীক, রূপক, চিত্রকল্প; প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তন্ময়তা, মন্ময়তা ইত্যাদি সর্ম্পকে জানতে হবে। এ জানার সমন্বয়ের মধ্যদিয়েই শিক্ষার্থীদেরকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষাদান সম্ভব।

- বাংলা শিক্ষকের পর্যাপ্ত ও নির্ভুল ভাষা ও ব্যাকরণজ্ঞান থাকা জরুরী। বাংলা গদ্যরীতি, বানানরীতি, ধ্বনি প্রকরণ, শব্দ প্রকরণ, বাক্য প্রকরণ সর্ম্পকে তাঁর স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

- বাংলা শিক্ষকের আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ ও স্বরক্ষেপনের দক্ষতা থাকা উচিত। বক্তৃতা বা পাঠের সময় যথাযথ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ, যতি ও বিরামচিহ্নের পূর্ণ ব্যবহার সর্ম্পকে জানতে হবে তাঁকে।

- বাংলা শিক্ষকের শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার সর্ম্পকেও জানতে হবে। তিনি তাঁর পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা-উপকরণ তৈরি করে নেবেন।

- এগুলো ছাড়াও বিবেচনায় রাখা দরকার আরো কতগুলো দিক। পরিষ্কার, পরিপাটি, রুচিশীল বাঙালি পরিধেয় ব্যবহার করা (মহিলারা শাড়িকে প্রাধান্য দিতে পারেন); ক্লাশে এবং বাইরে বাংলা সংস্কৃতি পরিপন্থী কথাবার্তা না বলা বা সেরূপ আচরণে লিপ্ত না হওয়া; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠসূচি বর্হিভূত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক অংশ্রহণ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা, ইত্যাদি।

মূল্যায়নঃ

রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন :

১. বাংলা শিক্ষকের বিশেষ গুণাবলী চিহ্নিত করুন।
২. বাংলা শিক্ষকের গুণাবলির প্রধান দিকগুলোর প্রাথমিক ধারণা লিপিবদ্ধ করুন।
৩. ভাষাদক্ষতা তথা ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগের কোন-কোন দিকগুলো বাংলা শিক্ষকের পক্ষে অত্যাবশ্যক ?
৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষকের সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে, কী-কী এই পেশার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে ?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

১. না, শিক্ষকতা পেশা নির্বাচনে একাধিক কারণ থাকে।

২. ছাত্রাবস্থা থেকেই বাংলার প্রতি আগ্রহকে এই পেশায় আসার অন্যতম কার্য-কারণ বলা যায়।

৩. হ্যাঁ, বাংলা শিক্ষকের আত্মতৃপ্তি কাজ করে।

৪. মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ ও এই ভাষার লালিত্য-আকর্ষণ সার্বিকভাবে কার্যকর থাকে।

পর্ব-২

১. অন্তত ৫০% হওয়া উচিত।

২. ৭০%-এর বেশি হতে পারে, ব্যক্তি ভেদে।

৩. ৪০% থেকে ৮০% -- যেকোনো মাত্রার।

৪. ক. সাহিত্য-সংস্কৃতির সংশ্লিষ্টতা
   খ. জগৎ-জীবন সম্পর্কে ভাষিক বোধ পুনর্জাগরণ,
   গ. ভাষার প্রভাব নতুন করে উপলব্ধিকরণ,
   ঘ. চিত্তাকর্ষক সৃজনশীলতা।

পর্ব-৩

১ → গ ২ → ক ৩ → খ

পর্ব-৪:

ক. মাত্রা ও প্রকরণগত, সেই সঙ্গে অপরাপর মাত্রারও সম্পৃক্ততা ঘটে।

খ. নিয়মিত অনুশীলনের সঙ্গে স্বমূল্যায়ন এবং পন্থা ও কৌশল প্রয়োগ।

গ. অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ।

ঘ. উল্লিখিত সবগুলোর সমন্বিত প্রয়োগ।